[illegible]

LIBRARY

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রঙমহলে

প্রথম অভিনয়—১৯শে মার্চ্চ, ১৯৪২

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী
২১৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীঅমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
২১৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দাম—পাঁচসিকা

নী - ৭৮৯
Acc 27898
28/9/2006

প্রিণ্টার—শ্রীধর্ম্মদাস ঘোষ
রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৮৭৮

উৎসর্গ

আমার বড় আদরের

:অমল ও মন্টুকে

দিলাম

নাটকের ভূমিকা লেখার একটা ট্রাডিশান আজকাল আমাদের গড়ে' উঠেছে। যে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হয়, তা'র মালিক থেকে সুরু করে' সিফ্‌টার পর্য্যন্ত সকলকে দফায় দফায় কৃতজ্ঞতা জানানোই হয়েছে ভূমিকা লেখার দস্তুর। নাট্য-জগতে কৃপার পাত্র যদি কেউ থাকে,—সে নাট্যকার ; তা'র নাটকখানি অভিনয় করে' সকলে তাঁকে যে অপরিসীম দয়া করেছেন, তার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত না থাকাই উচিত। কিন্তু, নাট্যকার এবং নাটক না হ'লে রঙ্গমঞ্চ চলে না। এবং নাটকের সু-পরিচালনা এবং সু-অভিনয়ের উপর নাট্যকারের চেয়ে বেশী নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ। তথাপি, যে বেচারী জনে জনে এত কৃতজ্ঞতা বিতরণ করেন তা'র জন্য তাঁ'র কাছে আর কারও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কি না, সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?

নাটকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকে, তা'র জন্যই হয় ভূমিকার প্রয়োজন। কিন্তু, আমার মনে হয়, অঙ্কের পর অঙ্ক, এবং দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়েও যে-নাটকের বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করা যায়নি, তা'র ভূমিকা না লিখে' অর্থ-পুস্তক লেখ্‌বার জন্য বটতলার শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। অবশ্য, বার্ণার্ড শ'-এর ভূমিকা তাঁর নাটকের চেয়েও বৃহৎ। কিন্তু তাঁর নাটক আর ভূমিকার সীমা-রেখা কোথায়, তা' আজ পর্য্যন্ত বুঝে' ওঠা যায়নি

'স্রোতের ফুলের' বিষয়-বস্তু নাটকের ভিতরেই যথেষ্ট সুস্পষ্ট বলে' আমার ধারণা। কাজেই, তা'র ভূমিকার আবশ্যক আছে বলে' আমার মনে হয় না। এবং সেই কথাটি বল্‌বার জন্যই আমার এই ভূমিকা !

রূপায়তন, বেলগাছিয়া,
কলিকাতা
রামনবমী, ১৩৪৮

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

পুরুষ

স্যার উমাশঙ্কর	...	অভিজাত প্রৌঢ়
নিখিল	...	উমাশঙ্করের জামাতা
প্রশান্ত	...	নিখিলের বন্ধু
মোহিত	...	নৃত্য-শিক্ষক
তিমির	...	সঙ্গীত-শিক্ষক
রাসবিহারী	...	তবলা-বাদক
মিঃ দাস	...	নিলামওয়ালা
অসীম	...	উমাশঙ্করের পুত্র
সতীশ	...	ভদ্রলোক

স্ত্রী

প্রতিভা	...	সম্ভ্রান্ত মহিলা
ডলি	...	উমাশঙ্করের বড় মেয়ে
লুসি	...	„ ছোট মেয়ে
নীলা	...	কলাভবনের সভ্যা
শান্তি	...	
ইলা		

সংগঠনকারীগণ

পরিবেশক	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যকার	...	" ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী	...	" ধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	...	" ব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চশিল্পী	...	" মনীন্দ্র দাস (নান্টুবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	" মতিলাল সেনগুপ্ত
আহার্য্য-সংগ্রাহক	...	" কুলদা গুপ্ত
পরিচালক	...	" প্রভাত সিংহ
সঙ্গীত শিক্ষক	...	" রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
হারমোনিয়াম	...	" হরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো	...	" সুধীর চন্দ্র দাস (ভণ্ডুল)
সঙ্গত	...	" পূর্ণচন্দ্র দাস
ক্লারিওনেট	...	" শরদিন্দু ঘোষ
ট্রামপেট	...	" বৃন্দাবন দে
চেলো	...	" ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা	...	" কালী সরকার
এমপ্লিফায়ার	...	" মধুসূদন আঢ্য ও মদন মোহন আঢ্য

আলোক-সম্পাতকারীগণ—শ্রীবিভূতি রায়, শচীন ভৌমিক, মদন দাস, শ্যামাপদ কর।

রূপসজ্জাকার—শ্রীরাখাল চন্দ্র পাল, বিভূতি দাস, তারাপদ দাস।

স্মারক—শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য, অধীর ঘোষ।

মঞ্চমায়াকরগণ:—শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ, ভুবন দাস, ভূষণ সামন্ত, গৌরীরাম কুর্ম্মী, গোপাল দাস, রাম চন্দ্র ঘোষ, ভানু মাইতি, সুবল সাধুখাঁ।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

উমাশঙ্কর	...	রবি রায়
নিখিল	...	প্রভাত সিংহ
প্রশান্ত	...	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
মোহিত	...	ভূপেন রায়
তিমির	...	জহর গাঙ্গুলী
রাসবিহারী	...	বেচু সিংহ
মিঃ দাস	...	প্রফুল্ল দাস
অসীম	...	দেবী চক্রবর্ত্তী
সতীশ	...	গোপাল মুখোপাধ্যায়
বেয়ারা	...	দেবীতোষ রায়চৌধুরী
বয়	...	গণেশ
মিসেস প্রতিভা সেন	...	বেলারাণী
ডলি	...	পদ্মাবতী
লুসি	...	শেফালিকা
নীলা	...	রেবা দেবী
শান্তি	...	স্নেহ ব্যানার্জ্জী
ইলা	...	রাণু দেবী

সভ্যাগণ—রেখা, রমা, আশা, দুলালী, বীণা ও ইন্দু

Date of Purchase 16.6.
BAGBAZAR READING LIBRARY

স্রোতের

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডাঃ উমাশঙ্করের বাড়ীর নাচ-ঘর। বহু নিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত। 'ভারতী কলা-ভবনের' মেয়েদের একটা প্রোগ্রাম চলিতেছে। শান্তি নাচিতেছিল—তাহার নাচ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

সকলে—সুন্দর! Beautiful!

মোহিত—শান্তির নাচ দেখলে Evolution-এর মানে বোঝা যায়।

তিমির—এটা ঠিক তোমার প্রশংসা হলো না কিন্তু, শান্তি!

মোহিত—কেন?

তিমির—Evolution-এর কথা উঠলেই Darwin সাহেবকে মনে পড়ে। আর, সেই সঙ্গে যে জীবটিকে মনে পড়ে, তার কি রূপ, কি গুণ, কোনটার প্রশংসাই এ যাবত কখনও কেউ করেনি।

লুসি—বানরের আর যে কোন গুণই থাকুক না কেন, তা'র নাচের তারিফ কেউ কখনো করেছে বলে শুনিনি।

নীলা—কিন্তু, তা'র কলা-অনুরাগের কথাও কি শোননি, লুসি-দি।

লুসি—শুনেছি, কিন্তু সে কদলীর লিষ্টে নৃত্যকলার নাম নেই।

তিমির—এটা তোমার ভুল লুসি! বানর নাচ বলে' যে জিনিসটা আছে—

বুদি—তা'তে নাচ থাকতে পারে, কিন্তু কলা নেই। কারণ, বাঁদরের এক্স্‌প্রেশান যদি কোথায়ও থাকে, সে কেবল মুখে, হাতেও নেই, পায়েও নেই।

মোহিত—আমিও ঠিক এই কথাটাই বল্‌তে চেয়েছিলাম। এতদিন আমরা যে-নাচ দেখে এসেছি, থিয়েটারী নাচ,—পাঁচের পা, সাতের তেহাই,—তা'তে রাইম হয়তো ছিল, কিন্তু expression ছিল না। শান্তির নাচে আছে expression, কিন্তু খটাখট্ হাত পেটা নেই।

উষা—আগেকার নাচে expression ছিল না, এ কথা ঠিক নয় মোহিত। থিয়েটারী নাচের কথা আলাদা। কিন্তু বাঈজীদের নাচ তুমি দেখনি, চমৎকার তাদের expression!

মোহিত—তা' দেখবার সুযোগও আমার দু-একবার ঘটেছে। তাদের সে expression নাচের নয়, সমজদারের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের জন্য চোখের ও হাতের একটা বিশেষ কসরত্‌ মাত্র।

রাস—অর্থাৎ দুনিয়ায় নাচতে জানো কেবল তুমি। খুব যা' হোক। বাঈজীর নাচ দেখলে কোথায়? দেখতে যদি লক্ষ্ণৌয়ের কেশরী বাঈজীর নাচ—

মোহিত—থাম রাসবিহারী, তোমার লক্ষ্ণৌয়ের কেরামতির গল্প শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে। ভ্যাগাব্যাণ্ড হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে, এখানে এসে বাঈজীর নাচের গল্প শোনাচ্ছ! তা'দের গেট্‌ কখনও ডিঙোতে পেরেছ?

রাস—তা'র তুমি কি জান্‌বে? কত আসরে কেশরী বাঈয়ের সঙ্গে সঙ্গত করেছি জানো?

মোহিত—হ্যাঁ ! আর লোক পায়নি—তোমাকে ডেকেছে সঙ্গত করতে !

রাস—পাবে না কেন ? বাজিয়ে ছিল অনেক, কিন্তু এই রাসবিহারী না হ'লে কেশরী বাঈয়ের নাচ হতো না ! আমার মত লয়কারী বাজনা বাজাক্ দেখি ক'টা লোকে পারে ! এ বাবা ঘরোয়ানা বোল, ঘরোয়ানা তেহাই। যেমন তেমন ওস্তাদের কাছে শেখা নয়। কেশরী বাঈ তোমার মত বেতালা নাচ্‌ত না, তাই তা'র রাসবিহারীকে দরকার হতো—

মোহিত—Shut up, you stupid !

উমা—আহা, এ তোমরা কি আরম্ভ করলে, Order, order !

রাস—দেখুন না, আমার ওস্তাদের নিন্দে করে ! আমি ওকে—

মোহিত—Well, come on—

নিখিল প্রস্থানোদ্যত

উমা—Sit down, sit down ! ওকি নিখিল, উঠছ যে !

নিখিল—হাঁ।

উমা—এখনই আবার প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে। [নিখিল চলিল]
তোমার কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো ?

নিখিল—না।

উমা—তবে উঠ্‌ছো কেন ? বসো না !

নিখিল—না, আমার মাথাটা—

উমা—মাথা ধরেছে ? একটু অডিকোলন—

ডলি—ও অডিকোলনের কাজ নয় বাবা, মধ্যমনারায়ণের দরকার—

নিখিল—উত্তম-মধ্যমের প্রয়োজন আমার নেই ডলি। যাদের দরকার, দুঃখ এই, যে তাদের তা' দেওয়ার লোক নেই !

প্রস্থান

সতীশ—লোকটা তো বড় গোঁয়ার।

উমা—গোঁয়ার ঠিক নয়, তবে একটু খেয়ালী।

রোহিত—একটু নয়, অনেকখানি! খেয়ালের মাত্রাধিক্য হ'লেই তা'কে পাগলামো বলে।

উমা—যাদের পয়সা আছে, খেয়াল তাদের একটু অধিক মাত্রায় থাকেই রোহিত!

সতীশ—ওঁর বুঝি খুব পয়সা আছে!

উমা—হাঁ, লক্ষপতি!

সতীশ—লক্ষপতি!—ভদ্রলোকটি কে?

উমা—আমার জামাই।

লুসি—চেনেন না? উনি আমার বাবার জামাই—মানে, আমার ভগিনীপতি।

নীলা—ডলি-দির স্বামী?

লুসি—অবিকল।

তিমির—লক্ষপতি বিয়ে করেছেন বড় নাইটের মেয়ে!

উমা—ডেঁপো ছেলে—

উমাশঙ্করের প্রস্থান

লুসি—নিজে গোণেন কড়িকাঠ, বউ বেড়ায় নেচে-গেয়ে।

ডলি—ডেঁপো মেয়ে—

নীলা—ডলি-দির স্বামী? আশ্চর্য্য তো!

লুসি—আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ডলি-দির স্বামী হ'লে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা'তো নয়,—উনি ডলি-দির ব্যাঙ্ক!—এই মাত্র।

ডলি—কি জ্যাঠামো কচ্ছিস্ লুসি !

লুসি—মাপ করো ডলি-দি, ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার দিদি, আর আমি তোমার দু'বছরের ছোট।

শান্তি—মিছেই তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্ লুসি, অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

লুসি—কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অমন ব্যাঙ্ক পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয় শান্তি,—যে ব্যাঙ্কে ডিস্-অনার্ড হওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই।

তিমির—সে কথা ঠিক, একটা স্বামী-ব্যাঙ্ক থাকলে আর dishonoured হওয়ার ভয় নেই; বে-পরোয়া unlimited company নিয়ে float করা চলে, ডোব্‌বার আশঙ্কা নেই।

মোহিত—খালি তোমাদের পরচর্চ্চা—

লুসি—জগতের সকল চর্চ্চাই যে পরচর্চ্চা মোহিত বাবু! আপনার চর্চ্চা করে কেবল দু-একজন,—যেমন আপনি।

মোহিত—কেন, নিখিল বাবু। তিনি তো জগতের কোন ধারই ধারেন না, নিজেকে নিয়েই নিজে আছেন।

লুসি—কিন্তু, নিজের চর্চ্চা তো তিনি করেন না। হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে নেপোলিয়ানকে এক কড়ায় চাপিয়ে তা'তে টল্‌ষ্টয়ের ফোঁড়ন দিলে যে পদার্থটি তৈরী হয়, সেইটিই নিখিল-দা।

সতীশ—বড় অদ্ভুত খিঁচুড়ি তো!

মোহিত—হাঁ, মোগলাই বিরিয়ানিকেও হার মানিয়ে দেয়।

ডলি—নে লুসি, এইবার চল।

মোহিত—সে কি? এরই মধ্যে?

ডলি—আমার আর ভালো লাগ্‌ছেনা।

মোহিত—ভালো লাগ্‌ছে না কি! এইবার যে তোমার প্রোগ্রাম!

ডলি— কি করে' থাক্‌ব বল, ওদিকে যে শূল-বেদনা ধরেছে!

লুসি— কা'র শূল-বেদনা ধর্‌ল? তোমার না নিখিল-দার? (হাস্য)

মোহিত—আহা, বেচারী! দাঁড়াও, চট্ করে আমি প্রোগ্রাম শেষ করে' দিচ্ছি! তোমার নাচটা হ'য়ে গেলেই—

ডলি—আমি নাচ্‌ব না!

মোহিত—তা'হলে এস শান্তি,—go on!

শান্তি—কেন? নাচ্‌বে না কেন? আগাগোড়া আমাকেই নাচ্‌তে হবে? আমি পার্‌বনা!

মোহিত—বোঝনা কেন শান্তি, ডলি নাচলে নিখিলবাবু হয়তো রাগ কর্‌বেন।

শান্তি—রাগ কর্‌বেন? কেন, নাচ শিখ্‌তে আপত্তি নেই, আর মেজাজ খারাপ হবে নাচ্‌তে দেখ্‌লে, সে হবেনা ওঁকে নাচ্‌তে হবে।

মোহিত—বড় একগুঁয়ে তুমি শান্তি, কথা বল্‌লে বোঝনা।

শান্তি—বুঝ্‌বনা কেন? বুঝি সবই। ডলি-দি অমন নাচ্‌তে পারে, অথচ নিজের বাড়ীতে সে নাচ্‌বেনা। তবে নাচ্‌বে কি চৌরঙ্গীর ট্রাম ডিপোয়!

তিমির—আহা, বোঝনা কেন শান্তি,—পার্টনার—পার্টনার—

শান্তি—তাই বল। নিখিলবাবু ডলি-দির নাচ সইতে পার্‌বেন, কিন্তু পার্টনার সইতে পার্‌বেন না।

রাস—লক্ষ্ণৌয়ের কেশরীবাঈ কিন্তু—

মোহিত—You shut up! বাজাও—

রাস—বাজাও! বল্‌লেই হ'ল। কি বাজাব বলতো মাথামুণ্ডু! হ'ত

যাদ্রা, হ'ত ঠুংরী, দেখিয়ে দিতুম বাজিয়ে। সে দেখেছে
লক্ষ্ণৌয়ের কেশরীবাঈ—

মোহিত—Idiot !

রাস—খালি টেনে টেনে নাকিসুরে গান, আর বেতালা নাচ ! এ বাজনা
রাসবিহারী বাজায় না।

তিমির—রাগ করোনা রাসবিহারী,—বাজাও। তোমার সঙ্গতের সঙ্গে
গাইতে গাইতে হয়তো এখানেও কেশরীবাঈ গড়ে উঠবে।

রাস—অসম্ভব নয় !

মোহিত—তা'হলে next item আরম্ভ হোক্—কমলার গান—

তিমির—কোথায় কমলা, তার কি আর আস্‌বার জো আছে !

মোহিত—Oh, I see ! আচ্ছা তা'হলে তুমি গাও ইলা—

ইলার গান

সে কোন্ চাঁদিনী রাতে, সে কোন্ আলো-ছায়ায়,
তোমাতে আমাতে দেখা স্বপন-মধু-মায়ায় !
পাগল পাপিয়া গানে
এ মুখে প্রলাপ আনে—
সহসা সরম টুটি' মুখর ক'রে তোমায় !
দুজনে পুলকে জাগি মদির মাধবী রাতি—
পুলকিত তৃণদলে শিথিল শয়ন পাতি !
প্রথম প্রভাতী আলো
এ চোখে লাগিল ভালো,
প্রথম নিখিল ধরা ভরিল নব শোভায় !

উমাশঙ্কর ও অসীমের প্রবেশ

উমা—না, তা' হবেনা। সে তোমাকে আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। ও-সব ছোট-লোকমি চল্‌বে না। কই, কোথায় সে মেয়েটা ?

ডলি—কা'র কথা বল্‌ছ বাবা ?

উমা—বুঝতে পাচ্ছনা—কা'র কথা বল্‌ছি! কমলা—কমলা! কোথায় সে! বা'র করে দাও—বা'র করে দাও—

মোহিত—কমলা আসেনি—

উমা—কোন্ মুখ নিয়ে আস্‌বে! কখনও তা'কে ঢুক্‌তে দিয়োনা, এ বাড়ীতে নয়,—ক্লাবেও নয়—

লুসি—সে কি করেছে বাবা ?

উমা—কি করেছে! তোমার এই গুণধর ভাইটিকে জিজ্ঞাসা কর। অসীম, আজ থেকে তুমি আর কোথায়ও এক পা বেরোবে না—আমার সাম্‌নে থাক্‌বে—সব সময়!

অসীম—কেন, আমি কি করেছী ?

উমা—What! what! হাঁ করেছী, নিশ্চয় করেছী, একশবার করেছী! তা'র সঙ্গে তুমি আর দেখা কর্‌তে পার্‌বে না,—সে তোমাকে আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।

অসীম—তোমার এ জুলুম আমি মান্‌ব না—

উমা—মান্‌বে না ? তোমাকে আমি চাব্‌কে দোবো—

অসীম—চাবুক অত সস্তা নয়। চাব্‌কে দেবে! কেন ? তার উপর আমার কোন কর্ত্তব্য নেই ?

উমা—না, নেই! অবাধ মেলামেশা কর্‌তে এসে, নিজেকে যে বাঁচিয়ে চল্‌তে পারেনা, তা'র উপর কারোই কোন কর্ত্তব্য নেই। সে

হবেনা। তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাইনা। যা'
বলনুম, তোমাকে তাই করতে হবে। যাও—যাও—

অসীম—আচ্ছা,—যাচ্ছি—

প্রস্থান

উমা—বিয়ে করবে! বিয়ে? চাবুক সস্তা কি না আমি ভালো করে' দেখিয়ে দেবো! আমি স্যার উমাশঙ্কর—কই মোহিত, তোমাদের নাচ গান বন্ধ করলে কেন? ছোক্‌রা মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেল।

মোহিত—আজ আর থাক্—

উমা—কেন? কেন? ওই অসীমের জন্য? pooh! ও কি আবার একটা মনে করে' রাখবার মতো! ছেলেমানুষি, পাগ্‌লামি—নাও, চলুক্ তোমাদের প্রোগ্রাম—নাচ গানের প্রয়োজনই তো এই জন্য! চালাও—চালাও—

রাস—লক্ষ্ণৌয়ের কেশরীবাঈ—

মোহিত—তোমাকে চাব্‌কেছিল!

রাস—দেখ মোহিতবাবু—

মোহিত—চাব্‌কায়নি? তা'হলে অসীমকে না চাব্‌কে, সেই দাওয়াইটা আপনি একে যদি একটু দেন,—ওর কেশরীবাঈ রোগ না সারলে আমরা যে পাগল হ'য়ে যাব।

উমা—(হাসিয়া) একটু বেশী বকে বটে! কিন্তু লোক ভালো। যেতে দাও—যেতে দাও—তোমরা আরম্ভ কর। খুব জমাটি একটা গান—কোরাস্।

স্রোতের ফুল

মোহিত—গাও—বকুলগন্ধে—

মেয়েদের গান

বকুলগন্ধে উতল হ'ল দখিণ হাওয়া !—
উতল হ'ল দোদুল পাতার বাতায়নে
ফুল-নয়নে আকুল চাওয়া !
পাখীর বুকের ঘুমন্ত গান উঠ্‌ল জেগে—
কোন্ কুহকীর পরশ লেগে উঠ্‌ল জেগে বকুল-গন্ধে !
উঠ্‌ল জেগে নিঝর-ধারায় পাষাণ-কারায়
নিঝরিণীর যে গান সেদিন হয়নি গাওয়া !
আজ ফাগুনের তৃষ্ণাভরা যৌবনে—
মৌ পিয়ে যায় মৌ-বনে,—
তৃষ্ণা-পাগল মৌমাছিদল মৌ পিয়ে যায় মৌ-বনে !
আজ আকাশে, আজ বাতাসে,
শিহরণের বন্যা আসে—
বন্যা আসে বনে বনে মনে মনে স্বপন-ছাওয়া !

ব্রোঞ্জের ফুল

স্যার উমাশঙ্করের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। নিখিল এক কোণে কৌচের উপর বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতেছিল। লুসি প্রবেশ করিল।

নিখিল—তুমি যে নাচের আসর থেকে চলে এলে লুসি ?

লুসি—তুমি এলে কেন ?

নিখিল—জানোই তো আমার ও-সব ভালো লাগে না। তা'ছাড়া আমি এলেই যে তুমি আস্‌বে, তারই-বা মানে কি ?

লুসি—মানে কিছুই নেই,—আর তা' নেই বলেই এসেছি। থাক্‌লে অবশ্যি আস্‌তে লজ্জা হোত,—যদিও ভগিনীপতির সঙ্গে ফ্লার্ট করাটা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চ'লে থাকে।

নিখিল—আমার সঙ্গে তুমি flirt কর্‌বে নাকি ?

লুসি—পার্‌লে মন্দ হতো না। ডলি-দি যখন তোমাকে এটেণ্ড কর্‌ছে না, তখন সে সুযোগ আমার আছে ; তা'ছাড়া, তুমি যখন আমার ভগিনীপতি, তখন সে অধিকারও আমার আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলে না।

নিখিল—কারণ ?

লুসি—কারণ, ফ্লার্ট কর্‌বার মতো এলিমেণ্ট তোমাতে নেই।

নখিল—Element নেই ?

লুসি—না, তুমি তো ডায়োজিনিসের মতো জলপাত্রে বাসা বেঁধে বসে' আছ। কেউ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেই হয়ত চেঁচিয়ে উঠ্‌বে,—'ছেড়ে দাও, আমার ঈশ্বরের রৌদ্র ছেড়ে দাও !'

নিখিল—(হাসিয়া) তাই নাকি ! এত বড় দার্শনিক আমি ?

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—তোমরা এখানে বসে' রয়েছ ? ও-ঘরে প্রোগ্রাম্ চল্‌ছে যে !

নিখিল—তুমি যাও লুসি।

উমা—আর তুমি ? যাও না,—অত shy কেন ?

লুসি—ওঁর যে এক্‌জামিনের পড়া রয়েছে বাবা !

উমা—Examine ! কি examine ?

লুসি—ঠিক জানি না, বোধ হয় সাইকলজির।

উমা—নিখিল কি ফিলজফি পড়্‌ছ নাকি ?

লুসি—বল নিখিল-দা—"আমি যদি আলেকজেন্দার না হইতাম, তাহা হইলে আমি ডায়োজিনিস্ হইতে চাহিতাম !"

হাসিয়া প্রস্থান

উমা—(হাসিয়া) You naughty girl ! হাঁ, নিখিল,—তুমি প্রশান্ত বাবুকে চেন ?

নিখিল—প্রশান্ত ?—নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে !

উমা—লোকটার নাকি অগাধ পয়সা। এমন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা মন্দ নয়। মিসেস্ সেন তাকে আজ এখানে নিয়ে আস্‌ছেন। এই মহিলাটিকে তুমি পছন্দ করনা,—না ?

নিখিল—তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয়ই নেই ! তবে, তাঁর ভাইটাকে আমি বরদাস্ত কর্‌তে পারি না।

উমা—কে ? মোহিত ? কেন ?—খাসা লোক। ডলিকে সে নাচ-গান শেখাচ্ছে। আজকাল মেয়েদের নাচ-গান না শেখাটা বড় লজ্জার কথা।

নিখিল—নিশ্চয়ই! কিন্তু যা'র তা'র সঙ্গে নেচে বেড়ানো লজ্জার কথা নয়! তা'তে আমোদ আছে যথেষ্ট এবং উত্তেজনাও কম নয়।

উমা—নারীজাতিকে আমোদ দেওয়ার জন্যই তো এই সব মোহিতেরা জন্মেছে নিখিল। তা'দের কাজই এই। নইলে তা'রা সোসালিষ্ট দলে নাম লেখাবে, না হয় বৈরাগী হ'য়ে ভেলকলেবা করবে। তোমার শাশুড়ি-ঠাক্‌রুণ তো ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়েছেন। ডলিও তাঁর মতন মালা জপ্‌তে সুরু করুক, এই কি তুমি চাও?

নিখিল—কিন্তু—

উমা—খুবই সমস্যার কথা,—সে আমি জানি। আর, জানি বলে'ই আমি সব-জান্তা সাজ্‌তে চাইনা।

নিখিল—কিন্তু এই লোকটা যে অতি নীচ, অতি মূর্খ—

উমা—কে? মোহিত? সে তো ভাল কথা। স্ত্রী যখন flirt করবার জন্য মূর্খদের বেছে নেয়, বুদ্ধিমান স্বামীর তা'তে আনন্দিতই হওয়া উচিত।

নিখিল—আমার কিন্তু সে ধারণা নয়।

উমা—এই ধারণাই করতে শেখ my dear boy,—অথবা কোন ধারণাই করো না। বর্ত্তমান যুগে লোকের উপহাসের বস্তু না হয়ে বাস করতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই। অত্যন্ত elastic যুগে আমরা জন্মেছি নিখিল, কাজেই আমাদেরও elastic হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। দুশ্চিন্তা করবার,—খুঁৎ খুঁৎ করবার এ কাল নয়। আমাকেই দেখনা, অসীমের কথা সব শুনেছ তো? ডলি বলেনি?

মন্তব্য

নিখিল—হাঁ, বলেছে!

উমা—ভেবে দেখতো একবার, কি কাণ্ডটাই না সে করেছে! আমার ছেলে হ'য়ে একটা middle-class মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়,—যেহেতু তা'র সঙ্গে তা'র love হয়েছে!

নিখিল—ব্যাপারটা শুনেছি নাকি আরও অনেকদূর গড়িয়েছে! এখন যদি এ বিয়ে না হয়, তা'হলে মেয়েটির স্থান কোথায়?

উমা—সে চিন্তা আমার নয়। The girl is pretty and the world is big!

নিখিল—চমৎকার! আপনার বলবার ভঙ্গীর প্রশংসা না করে' পারা যায় না। কিন্তু—

উমা—না। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই নিখিল। শুধু প্রশংসাই করো না,—অনুকরণ কর। একটা কিছু নিয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' brood করা কোন কাজের কথা নয়। ওই একটা বড় বিশ্রী স্বভাব আছে তোমার! এস, dance দেখ্‌বে এস—

প্রস্থান

ডলি ও মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—এই যে, একাই বসে' আছেন নিখিলবাবু, নাচ দেখ্‌লেন না?

ডলি—হাঁ, নাচ দেখ্‌বে! তা'তে ওঁর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হবে যে!

মোহিত—আপনার স্বামী একজন দার্শনিক মিসেস্ রায়। আমাদের মত চঞ্চল জীবকে উনি ঘৃণা করেন।

নিখিল—আমি বরং আপনাকে ঈর্ষা করি মোহিতবাবু!

মোহিত—তাই নাকি? কিন্তু কেন বলুন তো?

নিখিল—হাতী হওয়ায় কোন সুখ নেই। বরঞ্চ প্রজাপতি হ'লে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়।

মোহিত—(কথাটা গায়ে না মাখিবার জন্য বোকার মত হাসিতে হাসিতে) প্রজাপতি! প্রজাপতি! আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মিসেস্ রায়, আমি কি প্রজাপতি?

ডলি—তা' জানি না, তবে উনি যদি নিজেকে হাতী বল্‌তে চান, তা'তে আমার একটুও আপত্তি নেই। হাতীর আর কিছু না থাক্,—গাম্ভীর্য্য আছে, এবং সেটা তার আকারের মতই বৃহৎ। যাক্, খুব হয়েছে, এইবার বাড়ী চল। লুসি আমার সঙ্গে যাবে। তা'কে একবার ডাক না!

নিখিলের প্রস্থান

মোহিত—ভদ্রলোকটি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

ডলি—শুধু তুমি কেন, কা'কে যে উনি দেখ্‌তে পারেন, সেইটাই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। অদ্ভুত! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

মোহিত—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে যে!

ডলি—গাম্ভীর্য্য জিনিসটা কি ভয়ানক! তোমাকে কিন্তু কখনও গম্ভীর দেখিনি!

মোহিত—সেটা আমার গুণ না দোষ?

ডলি—অন্ততঃ, সেটা একটা স্বোয়াস্তি!

মোহিত—আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করো না?

ডলি—এক কথা একশ'বার বলা-ই যদি বিশ্বাসের প্রমাণ হ'তো, তা'হলে তোমাকে বিশ্বাস না করে' আমার উপায় ছিল না। কিন্তু তা' যখন নয়, তখন বিশ্বাসও আমি করি না।

মোহিত—তা'হলে তুমি আমাকে ঠিক চিন্‌তে পারোনি।

ডলি—চিন্‌তে পারিনি বলেই বোধ হয় তোমাকে আমি এত পছন্দ করি।

মোহিত—পছন্দ করো তা'হলে ?

ডলি—এফিডেবিট করতে রাজি আছি ।

মোহিত—শুনেছি, নারী পুরুষকে পছন্দ করে সাঁতষট্টি রকমে !

ডলি—আর পুরুষ ?—সে নারীকে পছন্দ করে কত রকমে ?

মোহিত—মাত্র দুই রকমে। Either he likes her or he loves her !

ডলি—আর ভালোবাসার রকম আছে ক'টি ?

মোহিত—হয়তো আছে অনেকগুলি, কিন্তু আমি জানি শুধু একটি !

ডলি—নেহাৎ মামুলি কথা। সকল নারীকেই তুমি একই রকম ভালোবাস—এইটাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?

মোহিত—শুধু একটি নারীকেই আমি ভালোবাসি, আর তা' কি তুমি জানো না ডলি ?

ডলি—কি করে' জানব ? সে নারীটির সঙ্গে তো আর আমার পরিচয় নেই ! ওই যে উনি আসছেন। তুমি এখন যাও,—সরবত খাও গিয়ে !

মোহিত—ঘোলের ?

নিখিলের প্রবেশ

এই যে এসেছেন নিখিলবাবু। আচ্ছা, আমি তা'হলে চলি—মিসেস্ রায় ! নমস্কার !

প্রস্থান

নিখিল—লুসির আসতে একটু দেরী হবে।

ডলি—আচ্ছা, মোহিতবাবুর সঙ্গে তুমি অমন অভদ্র ব্যবহার কর কেন ?

নিখিল—অভদ্র ব্যবহার ?

ডলি—সবসময়ই তুমি মুখখানাকে পেঁচার মত ভারী করে রাখ। কেন বলো তো? তুমি বড় লোক বলে?

নিখিল—পয়সার গর্ব্ব কখনো করেছি বলে তো মনে হয় না!

ডলি—আমার তো তাই মনে হয়। মোহিতবাবু আমার বন্ধু,—তোমাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। তুমি কেন তা'র সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর?

নিখিল—কখনো তা'তো আমি করতে চাইনি-ডলি!

ডলি—শুধু মোহিতবাবু কেন,—যা'র সঙ্গেই আমার আলাপ আছে, তা'কেই যেন তুমি বরদাস্ত করতে পার না। কারও সঙ্গে আমার কথা বলাটাই যেন তুমি পছন্দ কর না।

নিখিল—ডলি?

ডলি—সত্যি কথা। তুমি যেন আমাকে অসূর্য্যম্পশ্যা করে' রাখ্‌তে চাও। নবাবী-আমলের হারেমে বন্দী রেখে তুমি কেবল আমাকে শোনাতে চাও তোমার ব্যবসার কথা, স্কীমের কথা, তোমার লাভ-লোকসানের আলোচনা।

নিখিল—আমার উপর তুমি অবিচার করছ ডলি।

ডলি—আর কি সুবিচারটাই করছ তুমি আমার উপর! তুমি চাও ডাল স্টুপিড হ'তে,—আমি চাই হাস্‌তে খেল্‌তে—

নিখিল—একদিন আমরা একসঙ্গেই তো হেসেছি, খেলেছি, ডলি!

ডলি—সে আমাদের বিয়ের আগে। তখন তুমি এমন ছিলেনা। তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই তুমি আমাকে যেন জেলখানার কয়েদী করে' তুলেছ। এ আমি সহ্য করব না। কেন তুমি মোহিতবাবুকে অপমান কর!

নিখিল—যদি করেই থাকি, আমি ক্ষমা চাইছি।

ডলি—সেটা তা'র কাছেই চাওয়া উচিত। আজ তিনি আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন—

নিখিল—আজ? এত রাত্রে?

ডলি—হাঁ,—ন'টার সোয়ে। তোমার আপত্তি আছে?

নিখিল—(কিছুক্ষণ পরে) না—

ডলি—তবু ভাল। কি সুন্দর নাচতে পারেন মোহিতবাবু। তুমি কেন নাচ্‌তে পারনা?

নিখিল—নাচ্‌তে কি আর সকলেই পারে—ডলি!

ডলি—কি করে' যে তুমি অত টাকা রোজগার করেছিলে, তাই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হই!

নিখিল—কেন? নাচ্‌তে পারিনা বলে'? আমাকে কি তুমি এতই অপদার্থ মনে কর?

ডলি—না। অসহায় মনে করি। তা'ছাড়া টাকা রোজগার কর্‌তে বুদ্ধি ততটা লাগে না, যতটা লাগে চান্স্‌।

নিখিল—এটা বুঝি মোহিত বাবুর মত?

ডলি—তাঁর হ'তে যাবে কেন? তোমার কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌তে তাঁর ব'য়ে গেছে। তুমি হিংসুটে—জেলাস্‌।

নিখিল—সত্যি কথা। হিংসা তা'কে আমি করি ডলি।

ডলি—কর তা'তে আপত্তি নেই, কিন্তু ভদ্রসমাজে সেইটে দেখিয়ে বেড়িয়োনা। চল,—দাঁড়াও, লুসিকে ডেকে নিয়ে আসি।

প্রস্থান

রাসবিহারীর প্রবেশ

রাস—আপনাকে sir, একটা কথা বল্‌ব sir.?

নিখিল—বলুন sir,—

৷৷

রাস—আপনি মস্ত বড় লোক। কত লোকের কত উপকার ক'রেছেন—

নিখিল—সে অপরাধের জন্ত আমার কি শাস্তি বিধান ক'রেছেন—
বলুন sir—

রাস—আমি বল্‌ছিলাম কি sir, আমার যদি একটা উপকার করেন—

নিখিল—Very good sir, বলুন—আমি কি ক'র্‌তে পারি!

রাস—আমি একটা ব্যবসা কর্‌বো মনস্থ ক'রেছি—

নিখিল—উত্তম প্রস্তাব!

রাস—আপনি কিছু capital দিয়ে যদি আমায় সাহায্য করেন—

নিখিল—Capital ? capital! কি ব্যবসা ক'র্‌বেন—শুনি ?

রাস—আজকাল পোলট্রি খুব লাভের ব্যবসা,—বিশেষতঃ যুদ্ধের বাজারে।
মনে ক'রেছি কিছু শূকরের চাষ কর্‌ব।

নিখিল—শূকরের চাষ ?

রাস—হাঁ, sir—

নিখিল—কেন ? যে চাষ কচ্ছিলেন ?

রাস—দুর, দুর,—ও কথা আর বল্‌বেন না। সারাজীবন বোল বাজিয়েই
মলুম sir—তেহাই দিতে পারলাম না—

নিখিল—তা হ'লে তেহাইটা দেবেন কি শূকরের উপর ?

রাস—কি করি বলুন sir! এরা কেউ আমার কদর বুঝলে না। আমি
রাসবিহারী—লক্ষ্ণৌয়ের কেশরী বাঈয়ের সঙ্গে সঙ্গত ক'রেছি,
আমাকে বলে কিনা—

নিখিল—সেই আপশোষে একেবারে শূকরের চাষ ?

রাস—তা' যদি বলেন sir, যে চাষ কচ্ছিলাম, তা'র চেয়ে ওটা নেহাৎ
মন্দ নয়। এদের যে সব কাণ্ড-কারখানা! ওই মোহিত
বাবুটি যেন কলিযুগের কেষ্ট—

মিসেস প্রতিভা সেন ও প্রশান্তের প্রবেশ

নিখিল—আরে ! পশু যে ! তুমি কোত্থেকে ?

প্রশান্ত—আরে ! Boss !

রাং—যাঃ বাবা, তেহাইটা দিতে দিলে না !—

প্রস্থান

প্রতিভা—প্রশান্ত কি পশু নিখিল বাবু ?

নিখিল—মাপ করবেন মিসেস্ সেন। কাউকে পশু বলা ভদ্র-সমাজে চলে না—তা' আমি জানি। কিন্তু আমরা ওই 'পশু' বলেই ওকে ডাকতাম ছেলেবেলা থেকে। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলেছি,—দুষ্টামি ক'রেছি। যৌবনে একসঙ্গে কুস্তির আড্ডা চালিয়েছি। কঠোর কর্ম্মজীবনও আমাদের পৃথক করতে পারেনি। সাঁওতাল পরগণায় আমি যখন কয়লার খাদে কোহিনুর খুঁজে বেড়াচ্ছি, পশুও তখন সেখানে মাটী খুঁড়ে বেড়াচ্ছে মাইকার সন্ধানে। তারপর এই কত বচ্ছর পরে দেখা !

প্রশান্ত—অনেকদিন। বোধ হয় বছর দশেক হবে। পশু নাম শুনেই চম্‌কাবেন না দিদি, আমরা ওকে ডাক্‌তাম গুণ্ডা নিখিল ব'লে।

প্রতিভা—তাই নাকি ? এমন নিরীহ মানুষটিকে—

প্রশান্ত—মানুষের বাহিরটা দেখেই বিচার করবেন না দিদি। আপনি জানেন না ওকে—

প্রতিভা—সত্যিই, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ সুযোগ আমার মেলেনি।

নিখিল—কিন্তু প্রশান্তকে আপনি জান্‌লেন কি করে' ?

প্রশান্ত—এ শুধু পথের পরিচয় নয় নিখিল। ওঁর দয়াতেই আজ আমি

শ্রীযুক্ত বাবু প্রশান্ত কুমার হ'য়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি—

প্রতিভা—আবার বক্তৃতা সুরু হ'ল!

প্রশান্ত—বাধা দেবেন না দিদি! এ আমার উচ্ছ্বাস নয়—অন্তরের আনন্দের অভিব্যক্তি। তুমি জান না নিখিল, আমার অত্যন্ত দুর্দ্দিনে এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল মধুপুরে। এঁরা অন্ন দিয়ে, অর্থ দিয়ে আমাকে তখন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, নইলে আমি কোথায় যে তলিয়ে যেতাম, তা'র সন্ধানও পেতে না।

প্রতিভা—চল্লুম আমি—

প্রশান্ত—না, না, এই আমি চুপ কর্‌ছি—

প্রতিভা—না, চুপ কর্‌লে চল্‌বে না। তোমাদের এই আশ্চর্য্য নামগুলির মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নিখিল—আমার কথা ছেড়ে দিন। ওকে যে পশু বলে ডাক্‌তাম, সে প্রশান্তের অপভ্রংশ পশু নয়। ওর একটা খেয়াল ছিল—যেহেতু ও পিতার অষ্টম সন্তান, সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ না হোক্, অন্ততঃ একটা রাজা-মহারাজা ও হবেই নিশ্চয়!

প্রশান্ত—(উচ্ছ্বসিত হাসিয়া) শুধু খেয়াল নয় দিদি, এটা ছিল আমার দৃঢ় ধারণা।

নিখিল—তারপর যখন ভূগোলে পড়া গেল যে মাটীর ভিতর অনেক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, এবং তা' থেকে কতজন বড়লোক হয়েছে,—তখন ও মাটী খোঁড়া সুরু করে' দিলে। আমাদের সেই পাড়াগাঁয়ে এমন বনজঙ্গল ছিল না, যেখানে ও খুঁড়ে খুঁড়ে তলমাটী উপর করেনি। (প্রতিভা ও প্রশান্ত হাসিল) শূয়োরের

মত মাটী খুঁড়ত বলে' আমরা ওকে শূয়োর না বলে' ভদ্রভাষায় পশু বল্‌তাম।

প্রতিভা—যা'হোক, ওর পাগলামির তবুও একটা মানে ছিল। কিন্তু নিখিলবাবুকে কেন গুণ্ডা বলা হ'ত প্রশান্ত?

প্রশান্ত—বিপদ-আপদ দেখলেই নিখিল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত—কোন রকম বিবেচনা না ক'রেই—

নিখিল—রং চড়িয়ে বলো না প্রশান্ত! আমিই বল্‌ছি। আপনার এই বন্ধুটির মতো সুশীল সুবোধ বালকদের শাসনে রা আমার এই কব্জি দুটোর মাঝে মাঝে সদ্ব্যবহারের দরকার হ'তো।

প্রশান্ত—হাঁ, নিখিলই ছিল আমাদের boss, ওর কথাই ছিল আইন। নিখিল যা' বল্‌ত, আমাদের তাই করতে হ'ত। নইলে আর রক্ষে ছিল না।

প্রতিভা—বড়ই আশ্চর্য্য! অথচ, যে মানুষটিকে আমরা এখন দেখছি, সে তো ঠিক সে মানুষটি নয়। থাক্, সে আলোচনা আর একদিন হবে। তোমরা আলাপ কর, আমি মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে' আস্‌ছি।

প্রস্থান

প্রশান্ত—দেখ্‌ছো নিখিল, পৃথিবী গোলাকার।

নিখিল—অনেক দিনই তোমার কথা আমার মনে হয়েছে প্রশান্ত। এত বন্ধুত্ব আমাদের,—তোমার সেই দুর্দ্দিনে আমায় খবর দাওনি কেন?

প্রশান্ত—তোমার খবরই কি আমি জানতুম্। এই ক'দিন হ'ল কলকাতায় এসে দিদির কাছে তোমার কথা শুনলাম, মন বল্‌লে—বোধ

হয় তুমি। তাই ওঁর সঙ্গে চলে' এলাম। আবার আমাদের দেখা হ'ল স্যার উমাশঙ্করের বৈঠকখানায়।

নিখিল—তারপর, কতদিন থাক্‌বে এখানে ?

প্রশান্ত—কতদিন কি! এইখানেই তো নঙ্গর ফেল্‌ব মনে করেছি। শুন্‌লাম, তুমি তো বেশ জমিয়ে নিয়েছ—

নিখিল—হাঁ, বালিগঞ্জে একখানা বাড়ী—নিজেরা থাকি। শ্যামবাজারে দু'-তিনখানা,—ভাড়াটে থাকে। আর কিছু জমিজমাও এদিক্ ওদিক্ করা গেছে—

প্রশান্ত—নাইটের মেয়ে বিয়ে করেছ—

নিখিল—তা'তে কোন সন্দেহ নেই প্রশান্ত, নাইটের মেয়েই বিয়ে করেছি! নাইট-নন্দিনীকে তুমি দেখনি। ওই যে তার sample আস্‌ছে,—যা'কে সংস্কৃতে বলে সম্বন্ধী, আর তোমরা slang করে' বল—শালা।

অসীমের প্রবেশ

অসীম—রয়! একটা কথা—

নিখিল—বল।

অসীম—আমি তোমার পরামর্শ চাই।

নিখিল—একটু দেরী হ'য়ে গেছে না! আরও আগে চাওয়া উচিত ছিল।

অসীম—ওকে তা'রা বাড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নিখিল—তাই না কি ?

অসীম—আমি এখন কি করি? আমার হাতে যে একটিও পয়সা নেই।

নিখিল—শুধু একটি মাত্র পথ আছে,—তা'কে বিয়ে করা।

অসীম—আমি তাই কর্‌ব, তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর।

নিখিল—যাও এখন, আমি আস্‌ছি তোমার ঘরে।

অসীম—ঠিক আস্‌বে তো?

নিখিল—আস্‌ব।

অসীম—কথা দিচ্ছ!

নিখিল—হাঁ, হাঁ।

অসীমের প্রস্থান

প্রশান্ত—ছেলেটিকে যেন একটু বিব্রত বলে' মনে হ'ল।

নিখিল—হাঁ, একটা প্রণয়-ব্যাপার নিয়ে ছোক্‌রা একটু মুস্কিলে পড়ে' গেছে। ও কিছু নয়। এ সমাজে ও-সব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যাক্ ওই যে নাইট-নন্দিনী এসে পড়েছেন। এস, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—

ডলির প্রবেশ

ডলি, ইনি আমার বহুদিনকার বন্ধু প্রশান্ত।

ডলি—নমস্কার। এর সঙ্গে বুঝি প্রাগৈতিহাসিক যুগে আপনার পরিচয় ছিল?

প্রশান্ত—হাঁ, ছেলেবেলায়, যখন আমরা ওকে গুণ্ডা নিখিল বলে' ডাকৃতাম।

ডলি—গুণ্ডা? তাই নাকি? ইনি কি গুণ্ডামি জানতেন নাকি?

প্রশান্ত—হাতের কব্জিদুটো দেখছেন,—ঠিক যেন হাতুড়ি।

ডলি—বটে! যাক্, এতদিনে তবু ওঁর একটা গুণের সন্ধান পাওয়া গেল। কাল কিন্তু আপনি আস্‌বেন আমাদের বাড়ীতে,—ডিনারের নেমন্তন্ন রইল। আচ্ছা, সেই পৌরাণিক যুগে উনি এম্‌নিই ছিলেন, না নরলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন?

প্রশান্ত—না বৌদি, কথার অপব্যয় নিখিল কখনই করেনি।

ডলি—চমৎকার ডিপ্লোমেটিক্ ভাষায় জবাব দিলেন তো!

উমাশঙ্করের প্রবেশ

বাবা, ইনি এঁর অনেকদিনের বন্ধু—প্রশান্তবাবু।

উমা—(হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আপনি প্রশান্তবাবু! মিসেস্ সেনের কাছে শুনছিলাম বটে। নিখিলের বন্ধু আমারও বন্ধু, একথা বলাই বাহুল্য—(জোরে করমর্দন) যাও ডলি, সকলের সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দাও।

ডলি—আসুন—

ডলির সহিত প্রশান্তর প্রস্থান

উমা—তোমার বন্ধুটিকে বেশ অমায়িক বলেই মনে হচ্ছে, নিখিল। একটু যেন rough, সে হোক্। ধাতু ঠিক আছে, কেবল একটু পালিশের দরকার। আমার জন্য যদি তুমি ওঁকে একটু বল—

নিখিল—আপনার জন্য?

উমা—এই সব লোক নতুন নতুন company float ক'রে থাকে; হয়তো Board of Directors-এর ভিতর আমার নামটা উনি রাখতেও পারেন।

নিখিল—উপাধির পরে আজকাল লোকের আর তত মোহ আছে বলে' আমার মনে হয় না।

উমা—আপশোষের কথা। এক সময় ছিল, যখন লিমিটেড কোম্পানীতে নাম সই ক'রেই আমি যথেষ্ট টাকা আয় করেছি। কি দিন কালই পড়েছে! সত্যি নিখিল, বড়ই দুঃসময়ে পড়েছি আমি। এই সেদিন Iron and Steel-এর share নিয়ে হৈ চৈ হ'ল, আমার ভাগ্যক্রমে সে গেল উলটো দিকে।

নিখিল—আপনি Share Market নাকি ছেড়ে দিয়েছেন, শুনেছিলাম?

উষা—আমি আর যেতে চাইনি। সেদিন মার্টিন সাহেবকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলাম, সে নিজে আমাকে বল্‌লে—'গায়ের কোট বাঁধা দিয়েও এই শেয়ার কেন।' কিন্‌লুম্—সেইদিন থেকেই তা'র দর নেমে যাচ্ছে।

নিখিল—তাই হয়ে থাকে।

উষা—মুস্কিলে পড়েছি। তুমি যদি সামান্য কিছু—

নিখিল—কত চাই আপনার?

উষা—কথাটার ভিতর এমন একটা directness আছে নিখিল, যা' চম্‌কে দেয়!

নিখিল—(উত্ত্যক্তভাবে) কত হ'লে আপনার সামান্য উপকার—

উষা—হাজারখানেক হ'লেই আমি আপাততঃ চালিয়ে নিতে পারব।

নিখিল—কালই পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মাফ্ করবেন, যদি—

উষা—(ইঙ্গিতে থামাইয়া) আবার! By Jove! আবার Share Market-এ যাব? তার চেয়ে বরং আমি নিরামিষ খেতে সুরু করব। হাঁ, ভালো কথা, তোমার বন্ধু প্রশান্তবাবু কি বিয়ে করেছেন?

নিখিল—না।

উষা—তা'হলে লুসির জন্য একটু চেষ্টা করলে হ'তো না?

নিখিল—কেন? আপনার কোন্ আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়েছে শুন্‌লাম না? তার সঙ্গে লুসির খুব ভাব-ভালোবাসাও আছে শুনেছি—

উষা—My dear boy, লুসির মত বয়সে আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গেই

ভাব-ভালোবাসা হ'য়ে থাকে। তাতে কি যায় আসে! দেখনা, কিছু যদি করতে পার—

নিখিল—কি ভাবে?

উমা—সে তুমি যেমন ভালো বোঝ। বুঝতে পাচ্ছনা নিখিল, বেশীদিন ও খালি থাকবে না। সকলেই ওঁর পেছনে কুমারী মেয়েদের লেলিয়ে দেবে। লুসি বলতে গেলে মাতৃহীন। তোমার শাশুড়ীঠাকরুণের তো মালা ফিরিয়েই দিন কেটে যায়।

নিখিল—মিসেস্ সেনকে বলুন না। তিনিই তো বলতে গেলে প্রশান্তর গার্জ্জিয়ান।

উমা—তবু, সে তোমার বহুদিনকার বন্ধু। তোমার কথা সে না রেখে পারবে না। এই উপকারটুকু কি তুমি—

নিখিল—আচ্ছা বলে' দেখ্ব।

উমা—সত্যি নিখিল, লুসির জন্য মাঝে মাঝে আমি বড় অস্থির হয়ে উঠি। আগেকার সে দিন আর এখন নেই। মানুষ দিন দিন যেন অর্থপিপাসু হ'য়ে উঠছে। ওই যে ওরা আসছে দুটিকে কেমন মানিয়েছে দেখ—

প্রশান্ত ও লুসির প্রবেশ

এইযে, লুসির সঙ্গে তা'হলে পরিচয় হয়েছে প্রশান্তবাবু!

প্রশান্ত—হাঁ, বৌদি আলাপ করিয়ে দিয়েছেন—

উমা—বৌ-দি?

নিখিল—ডলি।

উমা—I see. বেশ, বেশ! চলতো লুসি, দেখি ডলি কোথায়—

লুসি—তুমি যাওনা বাবা, আমি ততক্ষণ মাইকা-মাইন নিয়ে একটু স্পেকুলেশান্ করি।

উষা—(হাসিয়া) প্রশান্তবাবুর বুঝি মাইকা-মাইন আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে হবে। চল—চল

লুসি-সহ প্রস্থান

নিখিল—কি পশু, এখানে বিয়ে-থা করে' সংসারী হওয়ার মতলব আছে নাকি?

প্রশান্ত—হাঁ ভাই, আমারও ইচ্ছে হয় যে তোমার মতো গোছগাছ ক'রে নিয়ে বসি। তোমার মতোই বালিগঞ্জে একখানা বাড়ী, নিজেরা থাক্‌বার জন্য, শ্যামবাজারে দু'তিনখানা ভাড়াটের জন্য, আর কিছু জমিজমাও এদিক্ ওদিক্,—অর্থাৎ এখানকার aristocratic society-তে একটু স্থান করে' নেওয়া। সে কি খুব কঠিন কথা নিখিল?

নিখিল—সে নির্ভর করে Bank-balance-এর উপর। কি রকম গুছিয়েছ?

প্রশান্ত—বেশী নয় ভাই। বছরে লাখ-খানেক টাকা আয়ের পথ একরকম করা গেছে।

নিখিল—তবে আর কি! Aristocrat-দের ভেতর তা'হলে তো তুমি বক নও, তুমি হবে রাজহাঁস।

প্রশান্ত—তাই নাকি! এত সহজ? আমি তো মনে করেছিলাম, খুবই শক্ত কথা। অবশ্য, তোমার কথা ছেড়ে দাও, ভাগ্যে তুমি নাইট-নন্দিনী বিয়ে কর্‌তে পেরেছিলে।

নিখিল—নাইট-নন্দিনীর তো আর অভাব নেই, পশু। একটাকেই না হয় আমার ভাগ্য গেথে ফেলেছে, আরও তো আছে! সখ আছে নাকি?

প্রশান্ত—হাঁ ভাই, তোমার ওই শালীটির তো এখনও বিয়ে হয়নি, লাগিয়ে দিতে পার ?

নিখিল—লুসিকে তুমি বিয়ে কর্‌তে চাও ?

প্রশান্ত—চমকে উঠলে যে !

নিখিল—চমকাবারই কথা পশু। এ-সব নাইট-নন্দিনী তোমার আমার জন্য নয়।

প্রশান্ত—কেন বল তো ! তোমার জন্য যদি হ'তে পারে, তবে আমার জন্যই বা নয় কেন ? আমার চেহারা খারাপ ?

নিখিল—চেহারায় কিছু যায় আসেনা।

প্রশান্ত—তবে কি পয়সা-কড়ি—

নিখিল—যা' তোমার আছে—যথেষ্ট !

প্রশান্ত—তা'হলে কি এঁরা কুলীন-কাপের বিচার করেন নাকি ?

নিখিল—You idiot, তাকাও তো আমার চোখের দিকে !

প্রশান্ত—সে তো তাকিয়েই আছি।

নিখিল—দেখ পশু, জীবনে যদি সুখী হ'তে চাও, তা'হলে আমি যা' বলি তাই কর। যে টাকা রোজগার করেছ, তা' থেকে সামান্য কিছু নিজের খরচের জন্য রেখে, বাকী টাকা tuberculosis fund-এ দান করে দাও। টাকা হাতে থাক্‌লেই, এই সব নাইট-নন্দিনী বিয়ে কর্‌বার সখ্‌ চাপ্‌বে।

প্রশান্ত—Bravo ! Idiot আমি, না তুমি নিখিল ?

নিখিল—তুমি নাচ্‌তে জান ?

প্রশান্ত—নাচ্‌তে জানি ? —তার মানে ?

নিখিল—আধুনিক cultured society-তে মিশ্‌তে হ'লে, নাচ্‌তে জানা চাই।

প্রশান্ত—কেন?—এটা কি বিলেত না কি?

নিখিল—একটু তফাৎ আছে। তারা সেখানে নাচে Ball-dance, এখানকার fashion হচ্ছে—ভারতীয় নৃত্যকলা। সেই কলার চাষ না কর্‌লে, কোনই chance নেই।

প্রশান্ত—তোমার কি সে চাষ হয়ে গেছে না কি? তা'হলে তুমিই আমাকে শিখিয়ে দাও না।

নিখিল—আমি?—না ভাই,—I have failed!

প্রশান্ত—তা'হলে?

নিখিল—শিখে নাও। উদয়শঙ্করের দলে ঢুকে পড়।

প্রশান্ত—ঠাট্টা কর্‌ছ না কি?

নিখিল—যদি করেই থাকি,—তবু এ practical ঠাট্টা নয়। Caltured society-তে মিশ্‌তে হ'লে অনেক কঠোর ঠাট্টা তোমাকে সইতে হবে। আর যে joke, quite practical joke!

প্রশান্ত—তার মানে?

নিখিল—দেখ প্রশান্ত, পাঁচ বছর আগে আমি যখন এখানে এলাম, আমার সঙ্গে তখন বেশ কিছু ছিল। তোমার মত আমিও তখন cultured society-তে মেশবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। লাঞ্চপার্টি, ডিনার পার্টি, ষ্টীমার পার্টি, এই সবে যে কত খরচ করেছি, তা'র কোন্ হিসাব নাই। সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত টাকা ধার দিয়েই আমি ফুরসৎ পেতাম না। আমি আনন্দ পেতাম যে সভ্য সমাজে মিশ্‌তে পেরেছি, তা'রা আনন্দ পে'ত যে বাঙাল ঠকিয়ে নিয়েছে। তারপর যখন জমা খরচের

হিসেবের দিকে নজর দিয়ে আমার মোহ প্রায় কেটে এসেছে, তখন এই নাইট-নন্দিনীকে বিয়ে ক'রলুম। ভাগ্য ভালোই বল্‌তে হবে, কারণ সেই থেকে এই সব জোঁকের সংখ্যা কমে' যেতে লাগল। তা'ছাড়া স্ত্রীটিও পেলাম মন্দ নয়। ডলির head-ও আছে, heart-ও আছে। শুধু যদি সে ওই ঝুণো নাইটের মেয়ে না হ'ত—

প্রশান্ত—বৌদি সত্যই ভারী সুন্দর। নাইটের মেয়ে হওয়ায় তাঁর কি অপরাধ হ'ল?

নিখিল—যে কদর্য্য আবহাওয়ায় সে গড়ে' উঠেছে প্রশান্ত, সেখানে সকল রকমে বিলাতী চাল-চলন, কায়দাকরণের অনুকরণই হচ্ছে চরম লক্ষ্য। সেখানে মেয়েরা সারাদিন স্ফূর্ত্তি করা, flirt করা, কুৎসা গেয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই শেখে না। সেখানে সন্তানকে স্তন্য দেওয়া, তা'র যত্ন করা, অত্যন্ত ছোটলোকমি বলে' গণ্য হয়। Good wife and wise mother-এর আদর্শ সেখান থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে চলে' গেছে।—

প্রশান্ত—এ তোমার সেই ছেলেবেলাকার গোঁড়ামি নিখিল। খদ্দরের চাদর ছেড়ে কোটপ্যাণ্ট পরেছ বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে তুমি তাল রেখে চল্‌তে পারনি।

নিখিল—প্রগতি! এর নাম প্রগতি! একটা অত্যন্ত artificial জীবন নিয়ে চলার নাম প্রগতি! এখানে তোমাকে সারাদিন একই ভাবে দন্ত বাহির করে' চল্‌তে হবে; স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হলেই তোমাকে গদগদ হতে হবে, নইলে তুমি হবে অসহ্য—বিরক্তিকর! আর দশজন যেমন, তোমাকেও ঠিক তেমনটি

হ'তে হবে। ঠিক তেম্‌নি করে' তোমাকে হাস্‌তে হবে, নাচ্‌তে হবে, চল্‌তে হবে, ফির্‌তে হবে। তোমার স্বাতন্ত্র্য কিছু থাক্‌বে না, ব্যক্তিত্ব কিছু থাক্‌বে না। তুমি শুধু হবে একটা counter-part! তা' যদি না পার,—তুমি হবে একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত!

প্রশান্ত—তাই না কি?

নিখিল—এখন বল প্রশান্ত, কি করবে তুমি! কর্‌বে বিয়ে নাইট-নন্দিনী?

প্রশান্ত—লুসিকে বিয়ে কর্‌বার যদি কোন সম্ভাবনা থাকে ভাই—

নিখিল—তা'হলে তুমি বিয়ে কর্‌বে?

প্রশান্ত—যদি সম্ভব হয়—

নিখিল—বটে! তা'হলে তোমাকে নাচ্‌তে হবে।

প্রশান্ত—দরকার হয় শিখে নেব।

নিখিল—তা'হলে এস,—এখনই তোমায় নাচ্‌তে হবে।

প্রশান্ত—এখনই! কি পাগল! আরে, ছাড়, ছাড়—

নিখিল—কোন কথা নয়—নাচ, নাচ—এম্‌নি করে'—

(সুরে) পাহাড়ী দেশের বন্ধু আমার
স্বপ্নে আমায় ডাকে—"

প্রশান্তকে ধরিয়া নাচের ভঙ্গী দেখাইতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে পিছনের দরজা দিয়া সকলে প্রবেশ করিয়া হাততালি দিয়া উঠিল—

লুসি—এক্‌সেলেণ্ট, এক্‌সেলেণ্ট!

ডলি—এন্‌কোর, এন্‌কোর—!

যবনিকা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভারতী কলাভবন। মেয়েরা কেউ-বা শুয়ে আছে, কেউ-বা বসে' আছে, অর্গানে বসে' আছে তিমির। সে মাঝে মাঝে অর্গানে টোকা দিচ্ছে।

নীলা—নিউ এম্পায়ারের নাইট কবে তিমির-দা ?

রাস—যাক্ বাঁচা গেল। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা কার বাবা !

তিমির—নাইট্ তো কা'ল।

শান্তি—প্রেমে পড়েছিস নাকি রে নীলা ? তোর যে আজকাল আর কিছুই খেয়াল থাকে না !

নীলা—চেষ্টা করছি ভাই, কিন্তু ঠিক্ লোক পাচ্ছি না।

শান্তি—লোক কি খুঁজে বা'র করতে হয় ?

নীলা—তবে কি লভ্ অ্যাট্ ফার্ষ্ট ছাইট্ ? তা'হলে কাল ঘুম থেকে উঠে প্রথম যার মুখ দেখ্ব—

ইলা—তার সঙ্গেই প্রেমে পড়্বি—সেই রূপকথার রাজকন্যার মতো !

নীলা—সে রাজকন্যারও কিন্তু পছন্দ ছিল। আমাদের সেটি থাক্লে চল্বে না ! দেখ্তে হবে শুধু পয়সা আছে কি না !

তিমির—রাসবিহারী কি আবার লক্ষ্ণৌ যাচ্ছ নাকি ?

রাস—আর ভাই, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।

তিমির—কাল তো খুব রেগে বেরিয়ে গেলে। মনে করলুম বুঝি কেশরী বাঈয়ের বরাত খুল্ল। আজ দেখি আবার ঠিক্ এসে ধপড়খাই পিট্তে সুরু করেছ।

রাণু—মনে করেছিলাম শূকরের চাষ করব, তা' যখন হলোনা, তখন যা' করছিলাম, তাই করি—

তিমির একটা গান বাজাচ্ছিল, অন্যান্য মেয়েরা গুন গুন করে' গান করতেই—

তিমির—ওঠ ওঠ সব। শুয়ে-বসে গান হয় না,—ওঠ।

শান্তি—বড় বিরক্ত করতে পারো তিমির-দা! বেশ তো আছি—

লীলা—কথামালায় পড়োনি—এক রাখাল বালক ছিল, না-শুয়ে সে গান গাইতে পারতো না!

তিমির—কিন্তু তা'কে শোয়াবার জন্য শেষটায় যে ডাণ্ডার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে কথাটাও পড়েছ তো!—তোমাদেরও কি সেই ব্যবস্থা করতে হবে নাকি? Come on ইলা!

তিমির ও ইলা গাহিল

এস মন-মন্দিরে মোর সুন্দর হে বন্ধু মম,—
ফাল্গুন বাতাসে ফুলের সুবাসে
এস হে চির প্রিয়তম।
এস দুর্দিনে মেঘ-অঞ্চল ঢাকি'—
এস বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি,
এস বজ্রে চরণ রাখি,
এস কৃষ্ণ কাজল মাখি,
নাচিয়া রুণু ঝুণু ঝর ঝর বরিষণে
আসিও বাদল সম।

ইলা—সত্যি, ভারি পিপাসা পেয়েছে—একটু চা খাওয়াও না তিমির-দা।

তিমির—এই যাঃ, মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি।

নীলা—হায় হায়! কিন্তু, কবেই-বা তোমার মানিব্যাগ আন্‌তে মনে থাকে তিমির-দা।

ইলা—আর, ক্লাবে এসে তিমিরদা-ই বা চা খাওয়াবে কেন? কর্তারা কোথায়? কারোই তো দেখা নেই।

তিমির—দাঁড়াও, তা'দের কূজন আগে সারা হোক্!

"..........কপোত-দম্পতি
বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে,
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর-কালে,
নিভৃতে করিছে কোথা বিহ্বল কূজন।"

ইলা—কোটেশান্‌টা ঠিক খাপ খেলো না; ডলি-দি আর মোহিত-দা তো দম্পতি নয়!

শান্তি—কেন? মন্ত্র পড়া হয়নি বলে'? তোমার দিদিমার আমলে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল ইলা-দি।

ইলা—তা'হলে নিখিল বাবু?

রাস—তাঁকে বলা যেতে পারে নিত্‌বর। অর্থাৎ, যে বর মন্ত্র পড়ে' নিত্‌ বা রীত রক্ষে করেন। সকলে হাসিল

নীলা—তা'হলেও হলোনা। তা'রা কি আর চম্পকের ডালে বসে' চঞ্চু-চুম্বন কর্‌ছে?

শান্তি—আচ্ছা, ডালে না হোক্,—তলায় হোক!

নীলা—সত্যি ভাই, ডলি-দির বরাত ভালো। নিখিল বাবু সাতেও নেই—পাঁচেও নেই।

রাস—ঠিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে' ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছেন,—সে দিগ্বিজয় করে' বেড়াচ্ছে! সকলের হাসি।

ডলি ও মোহিতের প্রবেশ

ডলি—কিরে, খালি হাসাহাসিই কচ্ছিস্, কাল যে নিউ এম্পায়ারের নাইট!

নীলা—ডলি-দি, দয়া করে' আমার একটু উপকার করবে ভাই?

ডলি—কি?

নীলা—একটা পাস্‌পোর্টের জন্য যদি তুমি নিখিল বাবুর কাছে আমাকে একটু রেকমেণ্ড্ করে' দাও!

ডলি—কেন? কোথায় যাবি?

নীলা—যাব না কোথায়ও। তিনি যদি দয়া করে' আমায় বিয়ে করেন, তা'হলে আমার পাস্‌পোর্টের কাজ হয়। কুমারী থাকার রিস্ক্ অনেক, কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে কোন রিস্ক্ নেই। বিশেষ, যদি নিখিল বাবুর মতো স্বামী হয়,—যাঁর কোন তা'তেই দুখ-তাপ নেই!

ডলি—(চটিয়া) তা'র মানে? এসব কথার মানে কি?

মোহিত—(তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে) ওর কথার আবার মানে আছে না কি? খালি জ্যাঠামো। নাও—ওঠ সব। কালকের প্রোগ্রামের রিহার্সাল দিয়ে নাও। তিমির! কি বসে' বসে' ঢুলছ! আফিং খেতে সুরু করেছ নাকি?

তিমির—কি করি ভাই, আর তো কিছু ভাগ্যে জুটল না!

মোহিত—নাও, নাও, বাজাও। রাসবিহারীর যে আর সুর বাঁধাই শেষ হয় না!

রাস—সুর খালি নেবে যাচ্ছে মোহিত বাবু, একটু চা না পেলে আর দাঁড়াতে চাইছে না!

মোহিত—কেন, কেন ? চা পাওনি ? বেয়ারা— *বেয়ারার প্রবেশ*

চা দাওনি কেন ? যত সব

বেয়ারা—আমি কি করব বাবু। দোকানদার টাকা না পেলে—

মোহিত—টাকা না পেলে ! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি ! (ডলিকে) দাও তো গোটা দশেক টাকা। (ডলি ব্যাগ খুলিয়া নোট দিল। বেয়ারাকে দিতে দিতে)—যত সব ছোট লোক। আচ্ছা, নাইট-টা হয়ে' যাক্—তারপর দেখে নেব।

বেয়ারার প্রস্থান

যাও সব—চা খেয়ে নাও। আচ্ছা, দোকানের চা না খেয়ে এখানেই তৈরী স্টোভটা ঠিক

শান্তি—না থাকলে মেরামত করিয়ে নেব। ভয় নেই, চা খাওয়ার পর্ব্বটা শিগ্গির শেষ হ'তে দেবো না। আয় তোরা—

মেয়েদের প্রস্থান

মোহিত—তিমির চা খাবে না বুঝি ?

তিমির—খেতেই হবে।

মোহিত—যাও না, ওদের একটু যোগাড়-যন্তর করে' দাও না !

তিমির—যেতেই হবে। চল রাসবিহারী, চা না খেলে সুর যখন দাঁড়ায় না, তখন তোমারও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। চল, চল—

রাস—তবলচীদের কিন্তু তবলা ছেড়ে ওঠবার দস্তর নেই। তবে—(ডলি ও মোহিতের দিকে চাহিয়া)—যেতেই হবে।

উভয়ের প্রস্থান

ডলি—ক্লাব বন্ধ করে দাও !

মোহিত—কেন, কেন ! হলো কি !

পাত নং
দাগ নং
মন্তব্য

ডলি—ওদের কথা শুন্‌লে তো?

মোহিত—এই! ও ঈর্ষায়!

ডলি—ঈর্ষা? আমাকে ওদের ঈর্ষা কর্‌বার কারণ!

মোহিত—কারণ আমি।

ডলি—তুমি?

মোহিত—আমার ভালোবাসা।

ডলি—ওদের কাছেও কি তুমি ভালোবাসার—

মোহিত—পাগল! করি না বলেই তো এই ঈর্ষা! ও যেতে দাও। ডলি, কাল শোয়ের আগে New Empire-এর ভাড়ার টাকাটা জমা না দিতে পার্‌লে যে সব মাটী। শ'দুই টাকা যদি তুমি চালিয়ে দিতে! Performance-এর পরেই তুমি পেয়ে যাবে!

ডলি—আমার হাত যে একেবারে খালি। মাস কাবার হ'তে এখনও অনেক দেরী। এর ভেতর তো টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মোহিত—মাস-কাবার?—কেন, তুমি কি চাকরি কর নাকি? যা'র স্বামীর অগাধ পয়সা, তা'র মুখে এ তো বড় নতুন কথা!

ডলি—তা'র কাছে এখন টাকা চাইতে গেলে সে চটে' যাবে।

মোহিত—তাই নাকি? তোমার পরেও তিনি চটেন নাকি?

ডলি—(অপ্রস্তুতভাবে) না, না, সে এটা পছন্দ করে না।

মোহিত—বড়ই মুস্কিলে পড়েছি ডলি। এই একটা দিন তুমি কোন রকমে উদ্ধার করে' দাও।

ডলি—আচ্ছা, দেখ্‌ব চেষ্টা করে'—যদি যোগাড় করতে পারি।

মোহিত—আর সময় যে নেই। আজ রাত্রেই তাদের টাকা দিতে হবে। চেক বই তো তোমার ব্যাগেই থাকে, একখানা চেক দাও না।

ডলি—একাউণ্টে তো ছশো টাকা নেই!

মোহিত—কাল সকালে জমা করে' দিয়ো।

ডলি—আচ্ছা।—

মোহিত তাড়াতাড়ি কাউন্‌টেন পেন বাহির করিয়া ডলির হাতে দিল। ডলি চেক লিখিয়া মোহিতের হাতে দিল।

শান্তি—আস্‌তে পারি?

মোহিত—এস, এস, চা খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

শান্তি—ঠাণ্ডা নয়—গরম হয়েছে।

মোহিত—নাও, তাহলে আরম্ভ কর—'মিলন-বাহু-পাশে'—

শান্তি—সে কি করে' হবে মোহিত-দা। আমাদের ভাগ্যে আর মিলন-বাহুপাশ জুটল কই! কার বাহুপাশে যাব আমরা?

মোহিত—কেন নিজেদের।

শান্তি—আমরা কুমারী বলে?

ডলি—তুই তো ভারী বকাটে হয়েছিস শান্তি!

শান্তি—ও নিজেদের বাহুপাশে ফিলিংস্‌ আসে না ডলি-দি, তা'র চেয়ে এ গানটা তোমরা দুজনে রিহার্সাল দাও।

ডলি—এসব কথার মানে কি—আমি চললুম। প্রস্থান

মোহিত—শোন, শোন—(সকলের হাসি) কি সব হি হি করে' হাসছ। আরম্ভ কর—

জোয়ারের ফুল

মেয়েদের গান

কে এল মনভোলা মোর বকুল-বন-ছায় !
চকিতে ঘুমন্ত পাখী চমকিয়া চায় !
উছলে-ওঠা দীঘির জলে
ঢেউগুলি সা'র দিয়ে চলে,—
দল বেঁধে সব জলপরী জল সইতে যেন যায় !
থমকে দাঁড়ায় পথিক হাওয়া যূথীর বাতায়নে,—
কোন্ কথা তা'র হয়নি বলা, যদি-ই পড়ে মনে !
দোদুল পাতার পাখার পাশে
শেজ বিছায়ে সবুজ ঘাসে
আরাম করে চাঁদের আলো আদুল গোরা গায় !

স্রোতের ফুল

২

নিখিলের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। লুসি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গুণ গুণ করিয়া সুর ভাজিতেছিল এবং চুল ঠিক করিতেছিল।

ডলির প্রবেশ

ডলি—শিগ্‌গিরি করে নে লুসি, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে যে!

লুসি—বাঃ রে, আমার তো কখন হয়ে গেছে, তোমারই তো হয় না! পাউডারের কৌটো তো খালি হ'য়ে গেল। এই মাখ্‌ছ, আবার এই তুল্‌ছ!

ডলি—ঘামে পাউডার দাঁড়াচ্ছে না। তা'ছাড়া তাড়াতাড়ির সময় খালি গোল পাকিয়ে যায়। দেখ্‌ তো পেন্‌ডেন্‌টা বুঝি চুলে আট্‌কে গেল!

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল—এখনই যে বেরোচ্ছ ডলি!

ডলি—আজ নিউ এম্পায়ারে আমাদের ক্লাবের পার্‌ফর্‌মেন্‌স্‌ আছে যে!

নিখিল—ও—কখন ফির্‌বে?

ডলি—বারোটা-একটা তো হবেই!

নিখিল—ও। কিন্তু প্রশান্তকে আজ ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলে, সে তো সন্ধ্যাবেলাই এসে পড়্‌বে।

ডলি—তা' কি করব! আমার খেয়াল ছিলনা। না গিয়ে উপায় নেই। তুমি তো থাক্‌ছ, তুমিই এণ্টারটেইন করো'।

নিখিল—সেটা কি ভালো হবে।

লুসি—তাঁকে নিয়ে তুমিও নিউ এম্পায়ারে এস না নিখিল-দা।

নিখিল—সে হয় না।

ডলি—হাঁ, উনি যাবেন গান-বাজনার আসরে! ক্রীকেট হ'তো, ফুটবল হ'তো,—যা'তে জখম হওয়ার সুবিধে আছে, এমন কিছু হ'তো, তা'হলে দেখা যেতো!

লুসি—কিন্তু তোমাদের এই নাচ-গানের আসরেও তো জখম হওয়ার সুবিধে কম নেই ডলি-দি!

ডলি—কি করে'?

লুসি—নাচ্‌তে নাচ্‌তে পা পিছ্‌লে যেতে কতক্ষণ! আর তা' গিয়েও থাকে!

ডলি—তোর যেমন কথা। নাচ্‌তে গিয়ে কা'র আবার পা পেছ্‌লায়!

লুসি—বহুত, ঢের! আবার, নাচ দেখে জখম হওয়ার ইতিহাস তো কম নেই ডলি-দি!

ডলি—(তীব্র চোখে চাহিয়া) আচ্ছা ফাজিল মেয়ে তো!

লুসি—নিখিল-দা, তোমার এই বন্ধুটি কি সেই প্রশান্তবাবু যাঁর সম্বন্ধে খবরের কাগজে রোজই একটা করে' প্যারা বেরোচ্ছে!

নিখিল—বেরোচ্ছে না কি?

লুসি—দেখনি? খুব লেখালেখি চল্‌ছে যে! ভয়ানক উৎসাহী লোক, প্রচণ্ড নাকি ওঁর অধ্যবসায়! অত্যন্ত গরীব অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় নাকি ক্রোরপতি হয়েছেন!

নিখিল—খুব সত্যি।

লুসি—উনি কি ক্রোরপতি?

নিখিল—তা' ঠিক জানিনা। তবে, অনেক টাকা ও রোজগার করেছে!

লুসি—অবিবাহিত?

নিখিল—হাঁ।

লুসি—তা'হলে আমার জন্ত তুমি ওঁকে একটু বল্‌বে নিখিল-দা!

নিখিল—তা'র মানে?

লুসি—সুশ্রী, সুন্দরী, সদ্‌বংশজাতা, উচ্চশিক্ষিতা—আমাকে এই সব বিশেষণ দিতে তোমার আপত্তি্য নেই তো?

নিখিল—না, তা নেই!

লুসি—তা'হলে একটু রেকমেণ্ড্‌ করে' দেওনা,—এই সব বিশেষণ দিয়ে—

নিখিল—আচ্ছা

ডলি—কি বকামো কচ্ছিস্‌ লুসি!

লুসি—বকামো কেন? প্রায় একুশ বছর বয়স হ'তে চল্‌ল,—তোমরা কেউ-ই তো আমার জন্য কিছু কর্‌ছ না। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর নিখিল-দা।

নিখিল—কর্‌ব বই কি!

লুসি—আমি সিরিয়াস্‌লি বল্‌ছি। প্রশান্তবাবু এইবার হয়তো বিয়ে কর্‌বেন। অর্থ যা'র আছে, তা'র ভালোবাসার কথা আমি শুন্‌তে রাজি আছি, আর তা'কে শোনাতেও রাজি আছি!

নিখিল—অর্থাৎ, তুমি উৎসর্গ কর্‌তে চাও তোমার কাণ দুটো।

লুসি—মাথাও সেই সঙ্গে যাবে। কাণ টান্‌লেই মাথা এগোয়।

নিখিল—সব সময় তা' এগোয় না লুসি। কখনও কখনও কাণটাই ছিঁড়ে আসে,—মাথাটা আরও দূরে সরে' যায়!

লুসি—গুণ্ডার মতো টান্‌লে তা-ই হয় বটে!

ডলি—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস্ লুসি। দাঁড়া, বাবাকে বলে দেব।

লুসি—আমার বয়সের হিসাবটা মনে রেখ ডলি-দি। এ বয়সে নারী তা'র পিতার অধীন নয়—স্বামীর অধীন। এ শাস্ত্রের কথা। আগে একটা স্বামী যোগাড় করে' দাও, তারপর নালিশ করো'!

ডলি—খুব হয়েছে। নে, এইবার চল্।

লুসি—কিন্তু, সেই ভদ্রলোকটি আস্‌বেন যে!

ডলি—আস্‌বেন, তার আমি কি কর্‌ব? আমি তো রান্নাও কর্‌ব না, পরিবেশনও কর্‌ব না!

নিখিল—কর্‌বে না, তা' জানি। কিন্তু তা' যদি কর্‌তে পার্‌তে, তা'র চেয়ে আনন্দের কথা আমার আর কিছুই ছিল না। সেজন্য তোমার থাক্‌বার দরকার নেই। কিন্তু ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছিলে তুমিই ডলি!

ডলি—আমার কি আর কাজ থাক্‌তে পারে না? তুমি তো রয়েছ,—আদর-অভ্যর্থনা কর।

নিখিল অন্য দিকে সরিয়া গেল

লুসি—না ডলি-দি, তোমার চলে' যাওয়াটা ভালো দেখায় না!

ডলি—থাক্, তোকে আর লেক্‌চার দিতে হবে না। (নিখিলের দিকে চাহিয়া) আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়েছি বাবা! (ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।) যেন জেলখানার কয়েদি!

নিখিল—না হয়, তুমি যাও ডলি!

ডলি—থাক্, আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌তে হবে না। আমি গেলে গোলামি কর্‌বে কে? নিউ এম্পায়ারে একটা টেলিফোন করে' দে লুসি,—আমার যাওয়া হবে না!

লুসি—তাই ভালো, ডলি-দি—

ডলি—জ্বালাস্‌নে লুসি,—যা' বললাম, তাই করবি ?

লুসি—নিশ্চয়ই করব। আমি যখন তোমার দু'বছরের ছোট।

প্রস্থান

ডলি—আচ্ছা মিনি-মাইনের গোলাম পেয়েছ যা-হোক্ !

নিখিল—তা'র মানে ?

ডলি—মানে এই, যে তোমার মতলব মতো আমাকে ড্রিল করতে হবে, টাকা-পয়সার দরকার হ'লে আমাকে মাস-কাবারের অপেক্ষা করতে হবে। আমি কি তোমার মাস-মাইনের চাকর ?

নিখিল—দেখ ডলি—

ডলি—নাও, তোমার লেক্‌চার সুরু কর, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

নিখিল—লেক্‌চারের আবশ্যক নেই। কিন্তু এত টাকা তোমার কি জন্য দরকার—

ডলি—সে কৈফিয়ৎ আমি দেব না।

নিখিল—কৈফিয়ৎ নয়। তোমার কিছু প্রয়োজন হ'লে, আমাকেই তা' বলতে পার।

ডলি—কথায় কথায় তোমার কাছে হাত পাত্‌বার আমার প্রবৃত্তিও নেই—সময়ও নেই !

নিখিল—সময় তোমার বড় কম, তা আমি জানি ;—খোকাকে দেখেছ আজ ?

ডলি—আজ ?—না, সময় পাই নি।

নিখিল—আজ পার্কের ভিতর দিয়ে আস্‌ছিলাম, দেখলাম—খোকা তা'র পেরাম্বুলেটারে একা পড়ে' আছে, দাইটা দূরে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছে।

ডলি—কিছু বল্‌লে না ?

নিখিল—বল্লুম। সে তখনই resign দিলে।

ডলি—দেখ তো, কি রকমের লোক তুমি! আবার একটা দাই এখন কোথায় পাওয়া যায়!

নিখিল—নিজের ছেলের দিকে ফিরে চাইবার সময়টুকুও কি তোমার নেই ডলি ?

ডলি—আমি কি পার্কে পার্কে তা'র ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াব না কি? আশ্চর্য্য! তোমার নিজের দাই কখনও কারো সঙ্গে ইয়ারকি দেয়নি ?

নিখিল—দাই আমার ছিল না ডলি। আমার মায়ের মতো স্নেহময়ী মা কখনও কারো হয়নি, কখনও হবে না।

ডলি—জানি, জানি। অনেকবারই সে কথা তুমি আমাকে শুনিয়েছ। তোমার মা তোমার যত্ন করতেন, আর খোকাকে আমি দেখি না। আমি একটা হৃদয়হীন পশু ?—এই তো ?

নিখিল—ডলি—

ডলি—বল—

নিখিল—একবারও কি তোমার মনে হয় না যে কত ব্যথা তুমি আমাকে দাও।

ডলি—ব্যথা তুমি নিজেই সৃষ্টি কর, তা'র আমি কি করব!

নিখিল—তোমার কাছে খুব বেশী কিছু কখনও তো আমি চাইনি ডলি!

ডলি—চাও বই কি। কালই—মোহিতের কাছে নাচ শিখি বলে' তুমি আমাকে কত কথাই বল্‌লে!

নিখিল—মোহিত ?

ডলি—হাঁ, মোহিত। কেন! চিন্‌তে পার্‌ছ না নাকি?

নিখিল—অবশ্যই চিনেছি। কিন্তু তা'কে কি তুমি মোহিত বল!

ডলি—তবে কি বল্‌ব? সেই তো তা'র নাম!

নিখিল—তা জানি। কিন্তু 'বাবু-টা' খসে' পড়েচে কতদিন,—সেইটাই জান্‌তাম না!

ডলি—আশ্চর্য্য! তুমি একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, জানবে কোত্থেকে! সকলেই তা'কে মোহিত বলে, আমিও বলি—

নিখিল—ও।

ডলি—'ও' মানে? আমি যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি।

নিখিল—তুমি জান ডলি, এই লোকটার সঙ্গে তোমার বেশী ঘনিষ্ঠতা আমি পছন্দ করি না।

ডলি—আমিও তোমাকে অনেক বার জানিয়েছি যে তোমার এই পছন্দ না করাটা আমি পছন্দ করি না।

নিখিল—আমার জন্য এইটুকু কি তুমি পারো না ডলি?

ডলি—অনাবশ্যক। এ দাবী কর্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই। আমি স্বাধীন,—তোমার গোলাম নই। আমার নিজেরও একটা অস্তিত্ব আছে,—নিজেরও অভাব-অভিযোগ আছে। বাইরে গেলেই, কারো সঙ্গে আমি কথা কইলেই যদি তোমার অসহ্য হয়, তবে যাও কেন? কাল রাত্রে কি কাণ্ডটাই কর্‌লে তুমি! সকলে হাস্‌ছিল তোমাকে দেখে;—আমি লজ্জায় মরে' যাই!

নিখিল-তাই নাকি?

ডলি—তোমাকে দেখে' মনে হচ্ছিল যেন তোমার ভয়ানক শূল-বেদনা ধরেছে। যদি ভালোই না লাগে—যাও কেন ?

নিখিল—তুমি যাও বলে'—

ডলি—আমি খুকীটি নয়, অথবা তোমাদের পাড়া-গাঁয়ের ঘোম্‌টা-পরা অবলা নই। আমাকে পাহারা দিতে না গেলেও চলে। এটুকু বিশ্বাস আমাকে তুমি কর্‌তে পারো।

নিখিল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় ডলি—

ডলি—তবে ?

নিখিল—ধর, তোমার সঙ্গ-লাভের জন্যই আমি যাই।

ডলি—আর, কারও সঙ্গে আমি কথা কইলেই তোমার মুখ ভার হয়ে ওঠে—

নিখিল—ঠিক তা নয়। তবে, কোন কোন লোককে তোমার উপযুক্ত সঙ্গী বলে' আমি বিবেচনা করিনা।

ডলি—তোমার বিবেচনার বাহাদুরি দিতে পারিনা, কারণ তা'তে পক্ষপাত আছে। আমি তো তোমার কোন কাজে ইণ্টারফিয়ার করিনা, তুমি কর কেন ?

নিখিল—করোনা, কারণ সে সময় তোমার নেই। করলে—আমি খুশীই হতুম।

ডলি—তোমার মতো ফুল আমি নই। কা'রও ব্যাপারে ইণ্টারফিয়ার করা আমার স্বভাব নয়। যাক্ সে কথা—তোমার বন্ধু কখন আস্‌বেন।

নিখিল—আট্‌টার ভিতরেই তো আস্‌বে বলেছে !

ডলি—লুসির সঙ্গে তা'র বিয়ের চেষ্টা করবে না কি ?

নিখিল—কেন ! তোমাদের কোন্ আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে নাকি—

ডলি—কে? তিমির? তা'তে কি আসে যায়? তা'র সঙ্গে কি করে' লুসির বিয়ে হ'তে পারে?

নিখিল—কেন! ওদের দু'জনে নাকি খুব ভাব—

ডলি—হলেই-বা। তা'তে কি আসে যায়—

নিখিল—কিছু না? তা'হলে প্রশান্তকে তা'র মধ্যে টেনে আনা কি উচিত হবে?

ডলি—তার মানে?

নিখিল—লুসিকে তা'হলে প্রশান্তর কাছে ভালোবাসার ভাণ করতে হবে।

ডলি—সে ও খুব পারবে।

নিখিল—সে পারলেও, আমার তো একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে।

ডলি—এ্যাম্পুটেট্ করে' ফেল। ও রোগ এপেন্‌ডিসাইটিসের চেয়েও খারাপ!

পেছনের দরজা দিয়া লুসির প্রবেশ

লুসি—আসতে পারি?

ডলি—দেখ্‌তে লুসি, কি রকমের লোক। তিমিরের কথা উনি প্রশান্ত-বাবুকে বলে' দিতে চান।

লুসি—সে কি নিখিল-দা! প্রশান্ত প্রশান্তই থাকুক,—তিমিরকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে দাও।

নিখিল—তা'হলে তুমি কি করবে?

লুসি—কি আবার করব! সবাই যা' করে। গরীবকে বিয়ে করার মানে তো জানোনা নিখিল-দা!

নিখিল—তুমিও জানোনা লুসি, প্রেমহীন বিয়ের মানে!

ডলি—ওঃ—ঠিক যেন পাদ্রী-সাহেব কথা কইছেন!

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—একবার ও-ঘরে যাওতো লুসি। এদের দুজনের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

লুসি—থাকি-ই না বাবা!

উমা—বললুম না, ওঘরে যাও—

লুসি—যা-চ্ছি। (যাইতে যাইতে) তবুও নিখিল-দা বোঝেনা যে কেন আমি বড়লোক বিয়ে কর্ত্তে চাই।

প্রস্থান

ডলি—কি হয়েছে বাবা?

উমা—নিখিল, তোমাকে আমি স্নেহ করি। তোমার এমন কতকগুলি গুণ আছ, যা'র আমি প্রশংসা করি। তুমি উদার, পরদুঃখ-কাতর এবং সাহসী। স্বীকার করি, তুমি সাহসী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যখন তুমি হস্তক্ষেপ কর, তখন যদি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমি তা'র প্রতিবাদ করি, তা'হলে তুমি দুঃখিত হ'য়ো না।

ডলি—কি হয়েছে বাবা?

উমা—অসীমকে উনি সাহস দিয়েছেন, সেই মেয়েটাকে বিয়ে কর্ত্তে!

ডলি—বল কি? অসম্ভব।

উমা—আমার মুখের উপর ছোক্‌রা তাই বলে' গেল।

ডলি—(ক্রুদ্ধভাবে নিখিলের দিকে ফিরিয়া) সত্যি?

উমা—উনি তা'কে মোটা রকমের কিছু টাকা আর সুন্দরবনে কিছু জমি দিতে চেয়েছেন।

ডলি—সুন্দরবনে?

উমা—একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না। স্যার [illegible] ছেলে সুন্দরবনে গিয়ে ভঁৈস্ চরা'বে!

ডলি—না, না, একি হ'তে পারে?

উমা—সাম্‌নেই তো রয়েছে, জিজ্ঞাসা কর।

নিখিল—অসীম আমার কাছে এসেছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েটিকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে কোন honest man

উমা—(চীৎকার করিয়া) রাবিশ—স্যার—রাবিশ। অতি ঘৃণ্য জঘন্য রাবিশ। Honest man যে, তা'র আগে নিজের বংশের সম্মান, মা-বাপের সম্মানের কথা ভাবা উচিত।

নিখিল—কিন্তু মেয়েটির উপরেও তা'র কর্ত্তব্য—

উমা—Sentiment—অতি মামুলি sentiment! বটতলার Melodrama!

নিখিল—মেয়েটিরও তো একটা বংশমর্য্যাদা আছে!

উমা—মর্য্যাদা? তা'র আবার মর্য্যাদা?—সে যাক্, তোমার ওই ultra-moral মনোবৃত্তি নিয়ে তুমি থাক, কিন্তু তোমার ধর্ম্মপ্রচার আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। গণ্ডারের চামড়া তুমি পর্‌তে চাও—পরো, but let me choose the cloth of my own coat! দয়া করে' তুমি অসীমকে বল, যে তুমি তা'কে কোন সাহায্যই কর্‌বে না।

নিখিল—সে অসম্ভব।

উমা—What sir what! অসম্ভব? আমি স্যার উমাশঙ্কর, আমার উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে আসে একটা—

ডলি—বাবা—

উমা—(ডলিকে এক হাতে সরাইয়া দিয়া) আমার অপরিসীম ধৈর্য্যের জন্য গর্ব্ব করে থাকি নিখিল, কিন্তু upon my honour—

ডলি—তুমি একটু ও-ঘরে যাও বাবা, ওর সঙ্গে আমিই কথা কইছি।

উমা—অবশ্য, অতি অবশ্য। এই মহাপুরুষকে আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে) একটুখানি common sense, ব্যস্। তার চেয়ে বেশী কিছু আমি তোমার কাছে চাইছি না।

প্রস্থান

ডলি—ছিঃ, আমার রাগ হচ্ছে। সত্যি, তোমার উপর আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

নিখিল—দুঃখের কথা।

ডলি—তোমার আত্মম্ভরিতা এতই বেশী,—এতই বেশী তোমার গর্ব্ব, যে তুমি মনে কর যেন জগতের সমস্ত গুণ তোমার একচেটে। সত্যি, তুমি রীতিমত অসহ্য হ'য়ে উঠেছ।

নিখিল—তুমি যা' বল্‌ছ, তা'র মানে জানো?

ডলি—শুধু আমি কেন? সকলেই তাই বলে। এ ব্যাপারে মাথা ঢোকাবার তোমার কি আবশ্যক ছিল! অসীম নতুন কিছু একটা করেনি। তা'র মতো অনেক ছেলেই ও-রকম করে' থাকে। তা'র জন্ত তা'কে বিয়ে কর্‌তে বাধ্য করা, জোর করে' তা'কে—

নিখিল—জোর-জুলুমের কথা এতে কিছু নেই ডলি। সে নিজেই আমার কাছে এসেছিল—

ডলি—হাঁ, এসেছিল তোমাকে আত্মীয় মনে করে'—তোমার সহানুভূতির জন্ত,—সুপরামর্শের জন্ত!

নিখিল—দুই-ই তা'কে আমি দিয়েছি।

ডলি—ছাই দিয়েছ। তোমাদের এই ধর্মধ্বজীদের ন্যাকামো বরদাস্ত করা যায় না। পাদ্রিগিরি করতে হয়, তোমাদের দেশে গিয়ে কর,—আমাদের রেহাই দাও। প্রশান্তবাবুর সঙ্গে লুসির বিয়ের সম্বন্ধ করতে তুমি নারাজ, অসীমকে তুমি সুন্দরবনে, না জাহান্নামে পাঠা'তে চাও,—এ সবের মানে কি? তুমি মনে করেছ কি?

তীব্র চোখে নিখিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। নিখিল স্থির শান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল। ডলি তাহাতে আরও উগ্র হইয়া—

তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করতে চাও?

প্রতিভার প্রবেশ

নিখিল—আসুন, আসুন—

প্রতিভা—হঠাৎ এসে পড়েছি ডলি,—তোমাদের প্রেমালাপে বাধা দিলাম না তো!

ডলি—প্রেমালাপ-ই বটে!

লুসির প্রবেশ

লুসি—ডলি-দি, তোমাকে বাবা একবার ডাকছেন। এই যে, প্রতিভা-দি কতক্ষণ?—

প্রতিভা—এই সবেমাত্র এসেছি, লুসি!

ডলি—বসো' প্রতিভা-দি, আমি এখনই আসছি।

লুসি-সহ প্রস্থান

প্রতিভা—প্রেমালাপের ধরণটা তো চোখেই দেখেছি, বিষয়টাও কতকটা অনুমান করতে পারি নিখিলবাবু।

নিখিল—আপনার মুখ থেকে বাবু-কথাটা শুনতে আমার মন চায়না দিদি, ওটা বাদ দিয়েই আপনি আমায় ডাকবেন।

প্রতিভা—আমারও বাধু বল্‌তে বাধে নিখিল। তোমাকে ছোট ভাইটির মতো দেখ্‌তেই আমার ইচ্ছে করে।

নিখিল—আমিও সেই অধিকারই চাই দিদি!

প্রতিভা—তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আমি ব্যস্ত হয়ে' উঠেছিলাম। অসীম আর কমলাকে বসিয়ে রেখে আমি তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি।

নিখিল—তা'রা কোথায়?

প্রতিভা—আমার বাড়ীতে।

নিখিল—আপনার বাড়ীতে

প্রতিভা—আশ্চর্য্য হচ্ছ?

নিখিল—না দিদি, আশ্চর্য্য হইনি। আপনার মহৎ অন্তঃকরণের কথা প্রশান্তর কাছে আমি অনেক শুনেছি। আপনার কাছে এ-ই আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু দিদি, আমি হয়তো তা'দের জন্য আর কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।

প্রতিভা—এই কথা নিয়েই তা'হলে তোমাদের ঝগড়া হচ্ছিল।

নিখিল—হাঁ। নারীর এত বড় সর্ব্বনাশেরও যে পোষকতা নারী কর্‌তে পারে, এ আমার ধারণায় ছিল না। আমি নিরুপায়।

প্রতিভা—নিরুপায়?—তুমি?

নিখিল—দেখ্‌ছেন তো—ডলি—

প্রতিভা—দেশে কি ছিল তোমার পরিচয়, নিখিল?

নিখিল—দেশের কথা ছেড়ে দিন। সেখানে সকলে শক্তিতে বিশ্বাস করে। এখানে আলাদা।

প্রতিভা—ওপর থেকে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান,—কোথায়ও আলাদা নয়।

নিখিল—কিন্তু কথা এই, এ ব্যাপারে interfere কর্‌বার অধিকার আমার আছে কি না! আমি পাড়াগেঁয়ে বুনো, ঝোঁকের মাথায় অসীমকে আমি বলেছিলাম। সহরের aristocratic code-এ ধর্ম্মের, নীতির যে কি মানে, তা আমি জানি না।

প্রতিভা—নীতিধর্ম্মের বিধান সর্ব্বত্রই সমান নিখিল, কোথায়ও পৃথক্ নয়। তবে তফাৎ এই যে, পাড়াগাঁয়ে তা'রা তা' পালন করে পৃথিবী রসাতলে যাওয়ার ভয়ে, আর এখানে এরা তা' পালন না করেই পৃথিবী রসাতলে গেল বলে' চীৎকার করে।

নিখিল—ঠিক তাই। এখানে এরা অবোধ্য থাক্‌বার জন্য প্রাণখুলে আলাপ করে না। এদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা—তেড়ি ঠিক আছে কি না, কোঁচা ঠিক আছে কি না! মাথার একটি চুল এদিক্ ওদিক্ হ'লে আর রক্ষে নেই—পৃথিবী রসাতলে যাবে!

প্রতিভা—তোমাদের দেশে শুনেছি বাঘ আছে। বাঘ খুব ভয়ানক জানোয়ার,—না?

নিখিল—নিশ্চয়ই।

প্রতিভা—সেই ভয়ানক জানোয়ারের চামড়া যখন কার্পেটের উপর বিছিয়ে দেওয়া যায়, একটা ছোট্ট ছেলেও তা'র উপর ছুটোছুটি করে—নির্ভয়ে!

নিখিল—কিন্তু সহরের বৈঠকখানায় বাঘ কি কর্‌তে পারে দিদি?

প্রতিভা—গর্জ্জন। আর কিছু নয়,—শুদ্ধ গর্জ্জন। তা'তেই এই সব ভীরুর দল মূর্চ্ছা যাবে। তুমি বাঘ, একদিন তুমি সকলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ। আজ কোন্ মন্ত্রে তুমি শিকলে বাঁধা,

খাঁচায় বন্দী? আজ কোথায় তোমার সেই শক্তি,—সেই পৌরুষ?

নিখিল—আজ আমি একা নই দিদি, অন্যের কথাও আজ আমাকে ভাবতে হয়।

প্রতিভা—তুমি পুরুষ,—যা'র সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী নেই! যে পুরুষ শাসন করে,—আদেশ করে!

নিখিল—আজ যদি বাঘ শিকল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, ভয় হয় দিদি, হয়তো সব চুরমার হয়ে যাবে!

প্রতিভা—চুরমার হওয়া অত সহজ নয় নিখিল, আমি জানি বলেই বল্‌ছি!

নিখিল—কিছুই আমি গ্রাহ্য কর্‌তুম না দিদি, যদি ডলি—

প্রতিভা—নিখিল,—আমাদের নারীজাতির স্বভাবই এই, যে জবরদস্তকে আমরা ভয় করি, অত্যাচার কর্‌লে চেঁচামেচি করি, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে আমরা শ্রদ্ধা করি সেই জবরদস্ত্ অত্যাচারীকে। লোকে বলে, আমরা কম্‌প্লেক্স্, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রালোকে তটিনীর মতোই আমরা পুরুষের ইঙ্গিতের আকর্ষণে আনন্দের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি,—আবার দুঃখের ভাঁটায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাই। শাসন কর,—কেঁদে আমরা বুক ভাসিয়ে দিই, কিন্তু অন্তর আমাদের পায় নির্ভরতার স্বোয়াস্তি। ডলি তোমাকে ঠিক চেনে না। কেমন করে' চিন্‌বে? তোমার সত্যিকার রূপ তুমি কখনও তো তা'কে দেখ্‌তে দাওনি। আজ তোমাকে স্থির কর্‌তে হবে যে, কে তুমি? পাড়াগাঁয়ের গুণ্ডা নিখিল,—না কল্‌কাতার নিখিলবাবু।

নিখিল—গুণ্ডা নিখিল—গুণ্ডা নিখিল। বাবু সাজা আমার ধাতে সয়না

দিদি। অসীম-কমলার সঙ্গে আমি দেখা করব। কোথায় তা'রা?

প্রতিভা—আমার বাড়ীতে।

নিখিল—চলুন। অগ্রসর হইল। ডলির প্রবেশ

ডলি—আমার একটু দেরী হ'য়ে গেল প্রতিভা-দি। ওকি, চল্‌লে তুমি?—

প্রতিভা—হাঁ, নিখিলকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম। আচ্ছা, এখন চল্‌লুম— প্রস্থান

ডলি—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

নিখিল—এখন নয়—ফিরে এসে বল্‌ব!

ডলি—এখনই-বা নয় কেন?

নিখিল—অনাবশ্যক—

প্রস্থান

ডলি স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মুখ থেকে শুধু বাহির হইল—'অনাবশ্যক!' কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া অর্গানে বসিয়া পড়িল এবং সজোরে যা' তা' বাজাইতে লাগিল। লুসি ভিতরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়া গাহিল—

লুসি— আমার অভিমানের ফুল—
চোখের জলে রইবে তাজা, ওগো ও নিঠুর।
তোমার এই আঘাতের বেদন রবে হিয়ায় ভরপুর!
ওগো ও নিঠুর!

ডলি—দেখ্‌ লুসি, জ্বালাতন করিস্‌নে বল্‌ছি—

লুসি— এই উতরোল মধুরাতি
কাটবে আমার বিনাসাথী—
মোর পাপিয়া কাঁদবে শুধু বিরহ-বিধুর!

ডলি—আমার মাথায় আগুন জল্‌ছে লুসি,—চলে যা' এখান থেকে।

লুসি— ফাগুন হাওয়ায় কর্‌ব বরণ বুকের আগুন দিয়ে,
বাদলবেলা কাট্‌বে আমার মাতাল ধারা নিয়ে।
মোর শেফালি মেল্‌বে আঁখি
নীহার-কণার অশ্রু মাখি'
মোর সেতারে বাজ্‌বে শুধু হাহাকারের সুর,—
ওগো ও নিঠুর!

লুসি—ডলি-দি?

ডলি—(না ফিরিয়া) কি?

লুসি—পাণিপথ, না কুরুক্ষেত্র?

ডলি—সত্যি, এই গোঁয়ার বাঙাল নিয়ে আমি আর পারি না লুসি।

লুসি—কি হ'ল তোমাদের? অসীমকে নিয়ে ঝগড়া না কি?

ডলি—সে কথায় তোর দরকার কি?

লুসি—ও, ঠিক। এ-সব আলোচনায় যোগ দেওয়ার পাস্‌পোর্ট তো এখনও আমার মেলেনি, তা' সত্যি।

ডলি—বিরক্ত করিস্‌নে লুসি, আজ আমার মেজাজ ভালো নেই।

লুসি—যে কুমারীর দু-দিন বাদে বিয়ে হবে, তা'র সাম্‌নে মেজাজ খারাপ করা খুব ভালো আদর্শ নয় ডলি-দি!

ডলি—চুপ্‌ কর্‌বি তুই!—

লুসি—নিশ্চয়ই কর্‌ব, যখন তোমার আদেশ। তুমি যে আমার দু'বছরের বড়। কেবল ভাবছি, তোমার মেজাজ ভালো কর্‌বার পথ কি?—মোহিত বাবুকে খবর দেব।

ডলি—চুপ্‌! ও কি কথা! ছিঃ। তুই কি মনে করিস্‌ আমি—

লুসি—না না, মনে আমি করতে যাব কেন? আর তা'র ফুরসৎই-বা কোথায়! যখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—এই যে মোহিত বাবু—

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—কি হ'ল লুসি, তোমাদের যেতে দিলে না?

লুসি—সে কথার জবাব ডলি-দি দেবে। আচ্ছা মোহিতবাবু, মেয়েরা সবাই নাকি তোমার জন্য পাগল হয়—এ কি সত্যি?

মোহিত—(হাসিয়া) লুসি তো বেশ ঠাট্টা করতে শিখেছ!

লুসি—এটা আমার অশিক্ষিত-পটুত্ব। ডলিদির নাচের মাষ্টারের মতো আমার ঠাট্টার মাষ্টার এখনও কেউ জোটেনি মোহিতবাবু!

ডলি—লুসি!

লুসি—শুনে ফেলেছে! কিন্তু সে কথা যাক্। আমাদের এই নারীজাতি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, অল্প দু-চার কথায় আমায় বলবে মোহিতবাবু!

মোহিত—দু'চার কথার আবশ্যক কি! এক কথায় বলা চলে—অপূর্ব্ব!

লুসি—এ যেন ঠিক ধাঁধার জবাব দেওয়া হ'ল—

ডলি—লুসি!

লুসি—ডলি-দি চটে' যাচ্ছে। আমি চললুম। আচ্ছা মোহিতবাবু, তোমার বাছা বাছা মোলায়েম কথাগুলি বুঝি লোকবিশেষের জন্য মজুত করে' রেখে দাও—

মোহিত—তা'র মানে!

লুসি—নারীহন্তা বলে' তোমার একটা সুনাম আছে—

ডলি—কি বকামো কচ্ছিস্ লুসি!

লুসি—মাপ করো ডলি-দি, তোমাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। আচ্ছা, বিদায় মিষ্টার ইলিউশান!

প্রস্থান

ডলি জোরে অর্গান বাজাইতে লাগিল। দু-এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া মোহিত তাহার কাছে গেল।

মোহিত—উঃ, কি রাগই হয়েছে তোমার!

ডলি—কি ক'রে জান্‌লে?

মোহিত—তোমার মনের প্রত্যেকটি ভাব আমি বুঝতে পারি।

ডলি—(অর্গান হইতে উঠিয়া) হাঁ, মেজাজ আমার ভালো নেই। ভারী বিরক্তি লাগ্‌ছে। কিন্তু সে আলোচনায় কাজ নেই। চা খাবে?

মোহিত—না, ঘোল খাচ্ছি। কিন্তু তোমার New Empire-এ যাওয়া হ'লো না কেন? সেই বাঙাল ভূতটা বুঝি যেতে দিলে না?

ডলি—আমার স্বামীকে এই সব বল্‌তে তোমাকে আমি অনেক বার নিষেধ করেছি। কিন্তু—আজ তুমি বল্‌তে পার।

মোহিত—সে-ই তা'হলে তোমাকে যেতে দেয়নি।

ডলি—আবার কে? সকল স্বামীর মতো সেও একজন। ওদের জাত-ই আলাদা।

মোহিত—ভাগ্যে আমি সে জাতের নই।

ডলি—না, সে কথা তুমি বল্‌তে পার।

মোহিত—ডলি!

ডলি—অনেকবার তোমাকে আমি বলেছি যে, ডলি বলে' তুমি আমাকে

ডেকো না। কিন্তু আজ তুমি বলতে পার। কেবল আজ,—
মনে থাকে যেন।

মোহিত—ডলি!

ডলি—কেন?

মোহিত—ডলি—

ডলি—তুমি কি মন্ত্রনা?

মোহিত—বার বার ডেকেও যে সাধ মেটেনা ডলি!

ডলি—শুদ্ধ ডাকাডাকি ছাড়া আর কি কিছুই তোমার বল্‌বার নেই?

মোহিত—অনেক, অনেক আছে!

ডলি—তবে তাই বলোনা! বলেছি তো, আজ আমার মন ভালো নেই। আমি স্ফূর্ত্তি চাই। তুমি চঞ্চল, কিন্তু তুমি স্ফূর্ত্তি দিতে পারো।

মোহিত—আমি চঞ্চল? লোকে আমার সম্বন্ধে যা' যা' বলে, সে-সব কি তুমি বিশ্বাস কর ডলি?

ডলি—না, সব করিনা। কিন্তু তা'র অর্দ্ধেকই যথেষ্ট!

মোহিত—ডলি!

ডলি—আজ আমার নাম ধরে' ডাক্‌তে অনুমতি দিয়েছি বলেই যে কেবল তুমি ডলি ডলি করবে, এমন তো কোন কথা নেই। আর কিছুই কি তোমার বল্‌বার নেই?

মোহিত—আমি তো অনেক কথাই বল্‌ছি ডলি, তুমি কি বুঝ্‌তে পারোনা?

ডলি—কি করে'? অয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফে?

মোহিত ডলির একখানা হাত ধরিল, ডলি হাত সরাইয়া লইল—

থাক্, হাতখানা এখানে রাখ্‌তে আমার কোনই কষ্ট হচ্ছেনা। বল, যা'হোক্ কিছু বল।

মোহিত—কি বল্‌ব!

ডলি—আমি তো আর স্কুলের মাষ্টার নই, যে তোমাকে এছে লেখার সাব্‌জেক্‌ট ব'লে দেব?

মোহিত—আমার প্রাণে আজ শুধু একটি কথা—

ডলি—তোমার প্রাণ? যাক্, তা'হলে কোন কথাই নেই?

মোহিত—কেন? তুমি কি বল্‌তে চাও,—আমার প্রাণ নেই?

ডলি—আজ দেখ্‌ছি আমার ভাগ্য খারাপ। বড়ই একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ছ তুমি আজ—

মোহিত—আচ্ছা, সব সময় তুমি আমাকে দূরে দূরে রাখ কেন?

ডলি—মিউনিসিপালিটির আইন-অনুসারে আলো-বাতাস এন্‌ক্রোচ্‌ করা চলেনা। তা'দের নিয়ম আছে বোধহয় সাত হাত দূরে থাকা, আমিতো তবু দু'হাতের ভিতরেই আছি!—

হাত উঠাইতেই মোহিত খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল। ডলি হাত ছিনাইয়া লইয়া—

ডলি—অসভ্যতা!

মোহিত—মানুষের মনের কল্পনা কখনও আইন-কানুনের ধার ধারেনা। কি সুন্দর তুমি ডলি!

ডলি—অথচ লোকে বলে, তুমি নাকি খুব বাক্‌পটু!

মোহিত—নারীকে সুন্দর বল্‌লে যে সে বিরক্ত হয়, এ বড় নতুন কথা।

ডলি—বলেছি তো, আজ আমার মেজাজ ভালো নেই। আমি সুন্দর কিনা, তা' শোন্‌বার আমার কোন্ সখ নেই। আমি কেবল স্ফূর্তি চাই!

উঠিল

মোহিত—ডলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি—

ডলি—নেহাৎ মামুলি কথা!

মোহিত—কখনও আমি বলিনি ডলি, আজও বল্‌তাম না। তোমার বন্ধু হয়েই আমি খুশী ছিলাম!

ডলি—সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ!

মোহিত—কিন্তু আজ তুমি ব্যথা পেয়েছ,—সে ব্যথা আমার বুকেও বেজেছে,—কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি! আজ আর বন্ধুত্বের মুখোস নয়, মনের সঙ্গে লুকোচুরি নয়,—আজ তোমার সকল ব্যথা আমি নিজের বুকে তুলে নেবো—

পাগলের মতো ডলিকে জড়াইয়া ধরিল। বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে—

ডলি—ছাড়, ছাড়, ইউ ফুল, ছাড়!

ছুটিয়া ভিতরের দরজার কাছে গিয়া ফিরিয়া—

কি আস্পর্দ্ধা তোমার!—বদমায়েস্!

ডলি ভিতরের দরজার কাছে গিয়া দরজা টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে—নিখিলের প্রবেশ। মোহিত নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

নিখিল—(মোহিতের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া) ডলি? ডলি কোথায়?

মোহিত—(অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া)—জানিনা।

নিখিল—জানোনা? What are you doing here?

হাত ধরিয়া কিছুদূরে টানিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া
মোহিতের দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকিয়া—

বেয়ারা, বেয়ারা! — বেয়ারার প্রবেশ

বল, কি কচ্ছিলে? get out— — মোহিতের প্রস্থান

এই লোকটাকে আর কখনও এখানে আসতে দিয়ো না। যাও—

বেয়ারার প্রস্থান

ভিতরের দরজা খুলিয়া ডলির প্রবেশ।

ডলি—(আত্মসম্বরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে)—কখন এলে?

নিখিল বহুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া
ধীরে ধীরে পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল।

\

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভারতী কলাভবন। মেয়েরা গাহিতেছিল—

গান

সন্ধ্যামণি জাগল রে ওই সন্ধ্যাতারার সঙ্কেতে!
বন-মাধবী বাসর সাজায় ঝরা ফুলের দল পেতে!
যুঁই চামেলি মৃদুল হাওয়ায়,
নিঃশেষে তা'র গন্ধ বিলায়—
এই রজনীর উৎসবে তা'র মন দিয়ে কা'র মন পেতে!
কোন্ সুরে আজ লাগবে দোলা, জাগবে হিয়া কোন্ গানে,
মন জানে মোর মন জানে!—
যে গান দখিণ সমীরণে,
ফুল হয়ে রয় ফুলের বনে,
আজ আমি সেই সুরের লাগি রইনু বসে কান পেতে'!

শান্তি—ছেড়ে দাও তিমিরদা, আর ভালো লাগ্‌ছেনা।

তিমির—না লাগ্‌বারই কথা।

নীলা—কেন বলতো?

তিমির—কারণ মোহিত! নিউ এম্পায়ারে কা'ল অতবড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, মোহিতের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া গেলনা।

ইলা—টিকি তো তা'র নেই। আছে নাকি?

নীলা—থাক্‌লেও হয়তো কোথায়ও বাঁধা পড়েছে। আশ্চর্য্য, গাছে চড়িয়ে দিয়ে একেবারে মই নিয়ে সরে' প'ল ;—একেবারে দুজনেই উধাও !

তিমির—উধাও তো দুজনেই হয়ে থাকে নীলা ! একা একা কে আর কবে উধাও হ'য়ে থাকে,—এক সন্ন্যাসী ছাড়া।

রাস—লক্ষৌয়ের কেশরীবাঈ কিন্তু একবার উধাও হয়েছিল—একা একা !

তিমির—সে বোধ হয় তোমার জন্য দেওয়ানা হ'য়ে !

নীলা—কেলেঙ্কারি ! নিখিলবাবু তো দিব্যি সহ্য করে।

তিমির—পুরুষ হ'লেই তা'কে সহ্য কর্‌তে হয়।

নীলা—পুরুষ যে, সে সহ্য করেনা—যে করে সে পুরুষ নয়,—ভেড়া।

তিমির—নারীর কাছে পুরুষ চিরদিন ওই আখ্যাই পেয়ে আস্‌ছে নীলা।

নীলা—সকলে কি আর ?

তিমির - সক্‌কলে। পুরুষের কোমল প্রবৃত্তির advantage নারী পুরোমাত্রায় চিরকালই নিয়ে আস্‌ছে।

নীলা—নারী নেয় না, পুরুষ দেয়।

তিমির—নেয় বলেই দেয়, এ যেমন সত্যি, আবার দেয় বলেই যে নেয়, এও তেম্‌নি সত্যি। যেখানে নেয় অথচ দেয় না, অথবা দেয় অথচ নেয় না, সেখানে সরল বাংলা অভিধান,—নিষ্ঠুর, পাষাণ, হৃদয়হীন প্রভৃতি বিশেষণ আর জুগিয়ে পারে না ! এম্‌নি করে'ই তা'দের দেনা-পাওনার হিসাব কখনও মেটে না নীলা।

রাস—লক্ষৌয়ের কেশরীবাঈ কিন্তু—

তিমির—আঃ, থাম রাসবিহারী ! এত লোকের এত রোগ সারে, তোমার কেশরীবাঈ রোগ কি সার্‌বে না ?

শান্তি—নিজের দুর্ব্বলতার শাস্তি যদি কেউ ভোগ করে, তা' নিয়ে আপশোষ করা বৃথা!

তিমির—কিন্তু মানুষ আপশোষও করে, আবার ভোগও করে, সেই তা'র প্রকৃতি!

নীলা - ঠিক! তুই যে ভোগ কর্‌ছিস্ শান্তি-দি, তুই কি আর আপশোষ করিস্ না?

শান্তি—আমি ভোগ কর্‌ছি!—তা'র মানে?

নীলা—মানে অতি পরিস্কার। ডলি-দি আর মোহিত-দা আসেনি বলে' তুই-ই বা অত চটেছিস্ কেন?

শান্তি—বাঃ রে! এক পারফরমেন্স্ খাড়া করে' আমাদের খালি ধেই ধেই নাচানো, আর কর্ম্মকর্ত্তারই দেখা নেই! রীতিমত ইন্‌সাল্‌টিং!

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—কি হয়েছে শান্তি, কে তোমাকে insult কর্‌লে?

শান্তি—কে কর্‌লে? লজ্জা করে না তোমার কথা কইতে? কা'ল আমাদের সব ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি বে-মালুম সরে' পড়্‌লে? তুমি কি মানুষ?

মোহিত—হঠাৎ একটা বিপদে পড়েছিলাম বলে' থাক্‌তে পারিনি শান্তি!

শান্তি—বিপদ বলে' বিপদ? দারুণ বিপদ! নিখিলবাবু বুঝি ডলি-দিকে আস্‌তে দেয় নি?

নীলা—না, দুজনার নিভৃত অভিসারের মাঝে ধূমকেতুর মতো নিখিলবাবুর প্রবেশ!—কোন্‌টা?

মোহিত—কি মুস্কিল, এ-সব তোমরা কি বল্‌ছ। সত্যিই বড় বিপদে

পড়েছি আমি। এখনই আমাকে যেতে হবে। তিমির, তুমি গানগুলো একবার গাইয়ে দাও—

শান্তি—কে আবার গাইবে এখন?

মোহিত—অবুঝ হয়োনা শান্তি, সত্যিই আমি ভারী গোলমালে পড়েছি! তোমরা গাও—

শান্তি—গান যেন গাইলাম, কিন্তু নাচ—

মোহিত—তিমির দেখিয়ে দেবে'খন!

রাস—তিমির নাচ্‌বে, আর আমাকে তাই বাজা'তে হবে? আমি রাসবিহারী,—তা'র চেয়ে আমি শূকরের চাষ করব!

শান্তি—তিমির-দা' নাচের কি জানে?

নীলা—তা'ছাড়া, অর্গানও বাজা'বে, আবার নাচও দেখাবে? তা-ই কখনও হয়?

মোহিত—আচ্ছা, নাচ না হয় আজ থাক্, কাল আমি দেখিয়ে দেবো!

শান্তি—না, সে হবে না!

মোহিত—কোন কাজ কর্‌বার মতো মনের অবস্থা আমার নেই শান্তি!

শান্তি—আ-হা!

নীলা—উ-হু!

ইলা—হুঁ!

মোহিত—নাও, আর বকামো করতে হবে না।

শান্তি—বাজাও তিমিরদা, শিগ্‌গিরি—

তিমির বাজাইবার আগেই শান্তি নাচিতে লাগিল

মোহিত—বিশেষ কাজ আছে আমার শান্তি—

শান্তি—আমার কাজও অবহেলার নয়। বাজাও তিমির-দা, বাজাও—

তিমির অর্গান বাজাইতে লাগিল। মোহিত মাঝে মাঝে শান্তিকে বলিয়া দিতে লাগিল এবং হাতঘড়ি দেখিতে লাগিল। শান্তির নাচ ক্রমশই উদ্দাম হইয়া উঠিতে লাগিল।

মোহিত—আস্তে, আস্তে শান্তি, অত জলদ নয়—

শান্তি—না, না, তোমার কাজ আছে—

মোহিত—সে হোক, তুমি আস্তে নাচ—

শান্তি—পাচ্ছি না— আরও জলদ, পাগলের মত নাচিতে লাগিল

তিমির—অত জলদ বাজা'তে পাচ্ছি না শান্তি, আস্তে,—আস্তে—

শান্তি—(পাগলের মতো) বাজাও—বাজাও— আরও উদ্দাম হইল।

নীলা—কচ্ছিস্ কি শান্তি, মরণ-নাচ নাচ্ছিস্ নাকি ?

শান্তি—(পাগলের মতো) মরণ-নাচ— আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল।

মোহিত—থাম, থাম তিমির, বাজনা বন্ধ কর—(তিমির থামিল) থাম শান্তি, করছ কি ?

শান্তি কথা কহিল না, নাচিতে নাচিতে টলিতে লাগিল। মোহিত তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, শান্তি তাহার হাতের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

তিমির,—তিমির—শিগগিরি—জল ! শান্তি মূর্চ্ছা গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলের বাড়ীর বসিবার ঘরে সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত লুসি একখানা বই পড়িতেছিল। ডলির প্রবেশ—

লুসি—(মুখ তুলিয়া দেখিয়া) নিখিল-দা এখনও ফেরেনি, ডলি-দি ?

ডলি—না।

লুসি—কি এমন ঝগড়া হ'ল তোমাদের, যে লোকটা একেবারে গৃহত্যাগী হ'য়ে গেল ?

ডলি—যাওয়ার সময় তোকে বলেনি কিছু ?

লুসি—সে তো তোমায় বলেছি। বল্‌লে যে প্রশান্তর বাড়ীতে যাচ্ছি।

ডলি—কেমন দেখ্‌লি তা'কে ?

লুসি—অদ্ভুত। এমনটি তা'কে আমি আর কখনও দেখিনি !

ডলি—কি রকম ?

লুসি—ভ্রূ-দুটো কোঁচ্‌কানো, দাঁতে দাঁতে যেন চেপে আছে। চোখ দুটো একদিকে চেয়ে আছে তো আছেই, তা'তে পলক নেই। ঠিক যেন হিষ্টিরিয়ার রোগী !

ডলি—তোর এ ভারী খারাপ স্বভাব লুসি, জগতের কাউকেই যেন তুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিস্‌ না। সবাই যেন তোর উপহাসের বস্তু !

লুসি—তাই নাকি ?

ডলি—এই প্রশান্তবাবু সম্বন্ধেই এমনভাবে তুই কথা বলিস্‌, যেন সে একটা বাঁদর !

লুসি—সেটা খুব ভুল বলি না, ডলি-দি ! জাতি-হিসাবে ধর্‌তে গেলে, সব মানুষই বাঁদর—ডারুইন সাহেবের মতে !

ডলি—তবু, একটা ভদ্রলোককে—\

লুসি—ভদ্রলোকের প্রকৃতি বদ্‌লে যায়, তাই তা'দের কিছুরই ঠিক থাকে না। কিন্তু প্রশান্তবাবু সে রকমের নন, তিনি তাঁ'র আদিম প্রকৃতি ঠিক রেখেছেন

ডলি—তুই তা'কে বিয়ে কর্‌তে চা'স্‌না নাকি?

লুসি—কেন, লোকটি তো মন্দ নয়,—পয়সা আছে!

ডলি—তা'হলে কি পয়সার জন্যই তা'কে বিয়ে কর্‌বি?

লুসি—মাটি করেছে। তুমিও দেখি নিখিলদার মতো পাদরী সাহেব হ'য়ে উঠ্‌লে! নিখিল-দা সেই বলেছিল না?—"জাননা তুমি প্রেমহীন বিয়ের মানে!" কিন্তু তুমি নিজে কি করেছ ডলি

ডলি—আমি? সত্যি বল্‌ব? ভালো আমি তা'কে বেসেছিলাম, লুসি!

লুসি—বটে! মানুষটাকে?—না পয়সাটাকে?

ডলি—মানুষটাকেই। হাজার হোক্‌, তুই ছেলেমানুষ। মানুষের মনের জটিলতা—তুই কি বুঝ্‌বি? ওকে আমি তামাসা করি, চোখ রাঙাই, ঝগড়া করি, কিন্তু আসলে—কে ও? না, কেউ না। প্রশান্তবাবুর সঙ্গে তোর কথাবার্ত্তা সব হ'য়ে গেছে তো?

লুসি—কথাবার্ত্তা আর বেশী কি হবে! তোমরা তাড়াতাড়ি একটা পাকাপাকি করে', ফেল,—কে কবে ছিনিয়ে নেবে! তা'ছাড়া, তিমিরের কথা যদি তাঁকে কেউ বলে' দেয়!

ডলি—তোর নিজেরই তা'কে তা' বলা উচিত!

লুসি—বল কি? এইজন্যেই না সেদিন তুমি নিখিল-দার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছিলে?

ডলি—সরলভাবে সব খুলে বল। সে বুঝ্‌বে। তা'কে দেখে মনে হয়, সেও খুব সরল, উদার!

লুসি—কিন্তু তাঁর বন্ধুটি?

ডলি—না লুসি, যে-ভাবে আমাদের জীবন গড়ে' উঠেছে, সে একবারেই ঠিক নয়। এখন থেকে আমি একেবারে পাল্‌টে দেব!

লুসি—ডাক্তার দেখাও ডলি-দি, তোমার বোধহয় হাম উঠেছে!

ডলি—সত্যি বল্‌ছি। হাঁ, ভালো কথা—

বেল টিপিল এবং লুসির বইখানা তুলিয়া লইয়া—

চয়নিকা! তুই কি আজকাল কবিতা পড়্ছিস্ না কি?

লুসি—প্রশান্তবাবুর আস্‌বার কথা আছে যে! তাই একটু প্রাক্‌টিস্ কচ্ছি।

ডলি—ও।

বেয়ারার প্রবেশ

ডলি—দেখ বয়, মোহিতবাবু কখনও এলে তা'কে বলো' যে আমার সঙ্গে আর দেখা হবেনা।

বেয়ারা—তা' জানি।

ডলি—জানি! মানে?

বেয়ারা—বাবু আমাকে সে কথা বলেছেন।

ডলি—কে বলেছে? বাবু? কবে?

বেয়ারা—কা'ল রাত্রে।

ডলি—ও। তাই নাকি? আচ্ছা যাও— বেয়ারার প্রস্থান

বলেছেন নাকি? আচ্ছা—

লুসি—ব্যাপার কি?

ডলি—বিরক্ত করিস্‌না লুসি। \

লুসি—মোহিতবাবুর সঙ্গেই-বা দেখা কর্‌বে না কেন?

ডলি—সব সময় তোর ইয়ারকি ভালো লাগে না লুসি। যা এখান থেকে—

লুসি—ইয়ারকি তুমি পেলে কোথায়? আমি তো—

ডলি—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—

দ্রুত প্রস্থান

লুসি কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকিয়া, মৃদু হাসিয়া গুণগুণ করিয়া গাহিল—

"ওগো তোরা কে যাবি পারে?—

আমি তরী নিয়ে বসে' আছি নদী-কিনারে!"

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—(ব্যস্তভাবে) ডলি! ডলি কোথায়?

লুসি—ভিতরে আছে। ডাক্‌ব?

উমা—(লুসিকে হাত দিয়া সরাইবার ভঙ্গী করিয়া)—ডলি, ডলি!

লুসি—কি হয়েছে বাবা, অসীম কি কিছু—

উমা—(উত্তেজিতভাবে) অসীম! অসীম!

লুসি—কি হয়েছে বাবা, বলো না!

ডলির প্রবেশ

উমা—(হঠাৎ চীৎকার করিয়া) মানে কি? এর মানে কি?

ডলি—কিসের বাবা!

উমা—জানোনা তুমি?

ডলি—কি জানিনা!

উমা—বলেনি তোমাকে? তা'কি সম্ভব? জানো না যে, অসীম পালিয়েছে।

ডলি—পালিয়েছে ? কোথায় ?

উমা—জাহান্নামে,—to the devil ! আমি তা'কে ত্যজ্যপুত্তুর করব। সে আমার ছেলে নয়।

লুসি—কেন বাবা ? সে কি করেছে ?

উমা—কি করেছে ? সেই মেয়েটাকে সে বিয়ে করেছে।

ডলি—বিয়ে করেছে !

উমা—অবাক্ হচ্ছ যে ! নিখিল বলেনি তোমাকে ?

লুসি—কা'ল রাত থেকে তা'র সঙ্গে তো আমাদের দেখাই হয়নি।

উমা—তা'র মানে ?

লুসি—কাল রাত্রে বাইরে গেছে, এখনও ফেরেনি !

উমা—বটে ! বটে ! তা'র সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে—

ডলি—তা'র আবশ্যক নেই বাবা, সে যা' ভালো বুঝেছে, তাই করেছে !

উমা—What ! what ! ভালো বুঝেছে ! ভালো তা'কে আমি বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেব। আমাকে কি এই পাড়াগেঁয়ে ভূতের কথামতো চল্‌তে হবে ?

ডলি—আমার স্বামীকে এ-ভাবে অপমান করা তোমার উচিত নয়, বাবা !

উমা—By Jove ! অপমান ? আপমান কা'কে বলে, তা'কে আমি তা' দেখিয়ে দেব ! অপমান ? একটা ছোটলোক ভ্রষ্টা মেয়েকে আমার ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, তা'কে সুন্দরবনে লাঙল চষ্‌তে পাঠিয়ে দিয়ে, তিনি আমার বড় সম্মান রক্ষা করেচেন ! আর, তুমি তা'র পোষকতা করছ।

ডলি—আমি কি করব ? যতদূর বল্‌বার, আমি বলেছি। সে তো আর ছেলেমানুষটি নয় !

উমা—না, সে একটা fool! একটা গাধা!

ডলি—না, এ আমি সহ্য করব না। আমার সাম্‌নে আমার স্বামীকে তুমি গালাগাল দেবে—কেন?

দ্রুত প্রস্থান

উমা—(কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকিয়া) ব্যাপার কি?

লুসি—কি করে' জান্‌ব! আজ সকাল থেকে ওর সব-কিছুই যেন আমার অদ্ভুত লাগ্‌ছে!

উমা—Rubbish! ওই ভূতটা ওকে যাদু করেছে! পাড়াগেঁয়ে লোকেরা জানে ও-সব। নইলে, যে নিখিল ডলি যা বল্‌ত, তাই আজ সে—দাঁড়াও, দাঁড়াও; আমার সঙ্গে তা'র বোঝাপড়া হবে। বাছাধনকে আমি নাম ভুলিয়ে দেব!

বয়ের প্রবেশ, উমাশঙ্করের হাতে কার্ড দিল

প্রশান্ত এসেছে। আস্‌তে বল।

বেয়ারার প্রস্থান

তুমি ওঁর সঙ্গে আলাপ কর, আমি ডলির কাছে যাচ্ছি।

প্রস্থান

লুসি তাড়াতাড়ি সোফায় বসিয়া বই পড়িতে লাগিল

প্রশান্তর প্রবেশ

লুসি—আসুন, আসুন, নমস্কার! বসুন— প্রশান্ত বসিল

প্রশান্ত—আপনাকে disturb করলুম না তো? আপনি পড়ছিলেন—কি বই?

লুসি—চয়নিকা।

প্রশান্ত—কা'র লেখা?

লুসি—জানেন না? রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা।

প্রশান্ত—পাথুরিয়াঘাটার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো! জানি জানি। মস্ত বড় লোক তিনি। আপনি বুঝি কবিতা পড়্‌তে ভালোবাসেন?

লুসি—কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।

প্রশান্ত—আমারও ভারী ইচ্ছে করে। কিন্তু জানেন তো, এ-সবের আমি কিছুই জানিনা। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার একরকম নেই-ই বলা চলে। আমি সারা জীবন কেবল মাটী খুঁড়েই বেড়িয়েছি। মাটী ছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা।

লুসি—আপনাকে তা'হলে মাটী করেছেন, বলুন!

প্রশান্ত—ঠিক তাই। দিনের পর দিন যে-ভাবে মুক্ত আকাশের তলে, বিস্তীর্ণ বনভূমির একান্ত নির্জ্জনতায়, সঙ্গীহীন সম্বলহারা আমি শুধু মাটীকে আমার সুখদুঃখের দোসর করে' কাটিয়ে দিয়েছি, তা'তে তা'র সঙ্গে হয়েছে আমার নিবিড় আত্মীয়তা। সে আমার কাছে আর মাটী নয়, নিতান্ত আপনার জন!

লুসি—কবিরা বলেন, মাটী নয়—মা-টি!

প্রশান্ত—অতি সত্য কথা। সে ছিল আমার পাষাণী মা! কত দিন কত কষ্টই আমি করেছি! আজ তা' মনে হলেও শিউরে উঠি! মায়ের আমার দয়া হয়নি! কিন্তু দয়া যখন হ'ল, দু'হাতে সে আমার সব দুঃখ মুছে নিলে! তাই বল্‌তে ইচ্ছে করে—

পায়ের নীচেয় রাখ্‌ব না আর তোরে—
তোরে রাখ্‌ব মাথায় তুলি'।

লুসি—তবে নাকি আপনি কবিতা জানেন না?

প্রশান্ত—ওই অতটুকুই! তা'র বেশী নয়! আমার মনে হয়, সকল মানুষের

ভিতরেই কিছু না কিছু কবিতা আছে, এবং যে-কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তা' প্রকাশ হ'য়ে পড়ে!

লুসি—আপনার দেখ্‌ছি মনস্তত্বও জানা আছে!

প্রশান্ত—জানা আছে ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে জান্‌বার চেষ্টা আছে।

লুসি—চেষ্টা থাক্‌লেই সফল হওয়া যায়—

প্রশান্ত—সকল ব্যাপারে সে-কথা খাটে না।

লুসি—খাটে বই কি!

প্রশান্ত—এই তো আমি কল্‌কাতায় এসে Gentleman হওয়ার চেষ্টা করছি—পারছি কি?

লুসি—পেরেছেন বই কি!

প্রশান্ত—আপনি কেমন সুন্দর গান করেন, কিন্তু আমি পারিনা। অথচ, ইচ্ছে করে গাইতে। চেষ্টা করলে কি আর আমি আপনার মতো গাইতে পারব?

লুসি—গান না দেখি, পারেন কিনা!

প্রশান্ত—তবেই হয়েছে। আমি গান ধরলে পাড়ার লোকে তাড়া করে' আস্‌বে!

লুসি—এটা আপনার বিনয়; এবং এই বিনয়ই প্রমাণ করে' দিচ্ছে যে আপনি গাইতে পারেন।

প্রশান্ত—কি রকম?

লুসি—গাইয়ে লোককে গাইতে বল্‌লেই সে অসম্ভব রকম বিনয় সুরু করে' দেয়। কিন্তু আমার মতো গাইয়ে যা'রা, তা'দের বল্‌লেই হ'ল!

প্রশান্ত—কিন্তু কই, আপনি গাইছেন না তো?

লুসি—আপনি বলেন নি তো!

প্রশান্ত—তাইতো ভুল হ'য়ে গেছে! এইবার গান।

লুসি—

গান

আমার সুদূর পথের শেষে তোমার মধুর ঘরখানি—
তা' জানি জানি!
মোর ঝরা ফুল মুকুল হ'য়ে সাজায় তোমার ফুলদানি,
তা' জানি জানি!
যে নদী মোর পাষাণ-কারায়
পথ না পেয়ে দিশা হারায়
তোমার বুকের সাগর তা'রে আদর করে'লয় টানি,—
তা' জানি জানি!

নিখিলের প্রবেশ

লুসি—এই যে নিখিল-দা! বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

নিখিল—না।

লুসি—ভারী চটে' গেছেন তিনি তোমার উপর, অসীম কমলাকে বিয়ে করেছে শুনে।

নিখিল—তবেই তো!

লুসি—তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার নাম ভুলিয়ে দেবেন বলেছেন!

নিখিল—তাই নাকি?

লুসি—দাঁড়াও, ডলিদিকে খবর দি'—

প্রশান্ত—(ব্যস্তভাবে) আসছেন তো আবার!

লুসি—স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আলাপের সময় কি আমাদের থাকা উচিত? (অর্থপূর্ণ হাসিয়া) আমি ওঘরে থাকব। প্রস্থান

প্রশান্ত—নিখিল, নিখিল, কি করছ তুমি আমার জন্য ?

নিখিল—কি করব ?

প্রশান্ত—বিয়েটা ঠিক করে' দাও !

নিখিল—ওর বাপের সঙ্গে কথা বল।

প্রশান্ত—বড় বন্ধুর পথ দেখিয়ে দিলে বন্ধু !

নিখিল—কিন্তু, ওই একমাত্র পথ !

প্রশান্ত—তুমি কিছুই করবেনা ?

নিখিল—প্রশান্ত, আবাল্যের বন্ধু তুমি, আমার দুঃসময়ে অনেক করেছ। ম্যালেরিয়ায় যখন আমি মরণাপন্ন হয়েছিলাম, তুমি আমায় আঁকড়ে না থাকলে আমি বাঁচতুম না ! আমারও তোমার জন্য কিছু করা উচিত। কিন্তু, প্রশ্ন এই যে কি করা যায় !

প্রশান্ত—এতে অত গবেষণার কি আছে ? বলে' কয়ে' ঠিক করে দাও !

নিখিল—লুসিকে তুমি ভালোবাস ?

প্রশান্ত—তা' আবার জিজ্ঞাসা করছ ?

নিখিল—আর লুসি ?

প্রশান্ত—অপছন্দ করেনা, এইটুকুই বলতে পারি। বাকীটা ক্রমশঃ আসবে।

নিখিল—আমিও তাই মনে করেছিলাম। Damn it ! দেখ প্রশান্ত, তুমি আর আমি, নিজের চেষ্টায় আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আমরা ইডিয়ট্ নই। অন্য কেউ হ'লে আমার কথা বলবার কোন আবশ্যক ছিলনা, কিন্তু তোমার কথা আলাদা !

প্রশান্ত—যা' বলবার, স্পষ্ট করে' বলো নিখিল। আমার কাছে ভণিতা করবার তোমার কোন আবশ্যক নেই।

নিখিল—যে-ভাবে এরা মানুষ হয়েছে প্রশান্ত, তা'তে আমাদের মতো পাড়াগেঁয়ে লোককে এরা শ্রদ্ধা করতে পারেনা,—করে ঘৃণা।

প্রশান্ত—না, না, লুসি সে রকমের নয়!

নিখিল—ভালো কথা।

প্রশান্ত—তুমি যখন বিয়ে করেছিলে, তখন তুমিও তো আমার মতোই ছিলে নিখিল!

নিখিল—ছিলাম, এবং তা'র ফলও পেয়েছি! কিন্তু, সে কথা যাক্। লুসির বয়স এখন একুশ; তুমি কি মনে করো, এই বয়স পর্য্যন্ত তা'র মনে কোন দাগই পড়েনি।

প্রশান্ত—যদি প'ড়েই থাকে, তা'তে কি যায় আসে। বিয়ের আগে কা'র মনে কি দাগ আছে, অনুবীক্ষণ নিয়ে তা'র পরীক্ষা করে' পাত্রী ঠিক করতে গেলে কনে' মেলাই দুষ্কর হয়ে ওঠে!

নিখিল—কিন্তু এখানে অনুবীক্ষণের আবশ্যক নেই। জানা কথা। তিমির নামে ওদের এক আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে লুসির খুব ভাব-ভালোবাসা আছে। আমার শ্বশুর বলেন, ও কিছু নয়, নিছক ছেলেমানুষী—nonsense! তিমিরের যদি পয়সা থাক্‌ত, আমার মনে হয়, লুসি তা'হলে আজও কুমারী থাক্‌ত না!

প্রশান্ত—তাই নাকি?

নিখিল—অবশ্য লুসির মনের কথা আমি জানিনা। বাইরে থেকে যা' দেখি, তাই তোমায় বল্‌লাম।

প্রশান্ত—বটে! আমি তা'হলে একটা fool! আমাকে তা'হলে বাঁদর নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে!

নিখিল—ঠিক বল্‌তে পারিনা প্রশান্ত। বলেছি তো, লুসির মনের কথা আমি জানিনা। তবে, এ কথা ঠিক যে তার উমাশঙ্করের অর্থ নেই; তুমি ধনী, তুমি তা'র মস্ত বড় শিকার!

প্রশান্ত—কিন্তু লুসি? তা'রও কি ওই প্রকৃতি?

নিখিল—এ সমাজে অর্থের মূল্য সকলের চেয়ে বেশী, প্রশান্ত!

প্রশান্ত—কিন্তু বৌদি! তিনি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলেন, তোমার অর্থকে নয়!

নিখিল—একদিন আমিও তাই মনে করেছিলাম, কিন্তু,...যাক্ সেকথা।

প্রশান্ত—অমন সরল, অমন মিষ্টি স্বভাব, সে কি আমাকে—

নিখিল—এক কাজ কর। তুমি নিজেই তা'কে জিজ্ঞাসা করে' দেখ। হয়তো, সত্যিকার ভালোবাসা কি, এখনও সে তা জানেনা। তবুও, আমি যেটুকু জানি, তোমাকে আমার তা' বলা উচিত মনে করেই বল্‌লাম। এখন তোমার যা' ভালো মনে হয়, করতে পারো!

বয়ের প্রবেশ

বয়—মোহিতবাবু এসেছেন। মায়ের কাছে চিঠি লিখ্‌বেন বলে' কাগজ পেন্সিল চাইছেন।

নিখিল—Shameless creature! দাও নিয়ে কাগজ পেন্সিল। তা'র চিঠিলেখা হ'য়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করে' যেতে বলো'। চিঠিখানা আমার কাছে নিয়ে এস।

বেয়ারার প্রস্থান

নিখিল—প্রশান্ত, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ভাই। আমার ভেতরের সেই গুণ্ডা নিখিল আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে

উঠেছে। যে লোকটি এখন আস্‌বে, তা'কে আমি গলা টিপে মেরে না ফেলি, শুদ্ধ এইটুকু তুমি দেখ্‌বে।

প্রশান্ত—কি করেছে লোকটা ?

নিখিল—অপেক্ষা কর, ও নিজেই তা' বল্‌বে।

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—Well ! বেয়ারা বল্‌লে, আমাকে না কি দেখা করে' যেতে বলেছেন।

নিখিল—হাঁ। আশা করিনি যে আবার তুমি এখানে আস্‌বে। যখন এসেছ, তখন দেখা করাটা দরকার।

মোহিত—দরকারটা কি ?

নিখিল—এই আমার বন্ধু প্রশান্ত, ও নাচ শিখ্‌বে। শেখাবে ?

মোহিত—আমার সময় নেই।

নিখিল—সে আমি জানি। Lady না হ'লে তোমার সময় হয়না।

বয়ের প্রবেশ, নিখিলের হাতে চিঠি দিয়া প্রস্থান

মোহিত—মিসেস্‌ রায়ের চিঠি। শুন্‌লাম তিনি বেরিয়ে গেছেন, তাই দু'লাইন লিখে রেখে যাচ্ছিলাম।

নিখিল—সে আমি জানি।

মোহিত—চিঠিখানা তিনি যেন পা'ন।

নিখিল—নিশ্চয়ই ! আমি নিজেই তা'কে দেবো।

মোহিত—Thanks. আচ্ছা, চল্‌লুম তা'হলে—

নিখিল—একটা কথা। এই চিঠিতে কি লেখা আছে, জান্‌তে আমার ভারী আগ্রহ হচ্ছে।

মোহিত—সে কি ! পরের চিঠি খুল্‌বেন আপনি ?

নিখিল—না, না, তুমিই খোল—

মোহিত—আমি ?

নিখিল—দয়া করে' তুমিই চিঠিখানা খুলে' আমাকে পড়ে' শোনাও—

মোহিত—আমার সঙ্গে কি তামাসা কচ্ছেন ?

নিখিল—তামাসার পাত্র তুমি নও। ব্যস্ত আছি। শিগ্‌গির—

মোহিত—দেখুন নিখিলবাবু—

নিখিল—Quite so. খোল খামখানা—please !

চিঠি মোহিতের হাতে দিতেই সে তাড়াতাড়ি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। নিখিল চট্ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল। প্রশান্ত মোহিতের বাঁ দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল—দেখ্‌ছ, মোহিতবাবু, আমি একটা পুরোদস্তুর গুণ্ডা। চিঠিখানা বরং খুলে পড়—

মোহিত—কোনই আপত্তি নেই—(প্রশান্তর দিকে চাহিয়া) এই ভদ্রলোকটি—

নিখিল—ওর সাম্‌নেই পড়—

মোহিত—All right ! (পড়িতে লাগিল)—Dear Mrs. Roy.

প্রশান্ত—(কাঁধের উপর হইতে দেখিয়া) মিসেস্ রায় লেখা নেই, আছে ডলি—

মোহিত—(কট মট করিয়া চাহিয়া)—"অনেক দিনের বন্ধুত্ব আমাদের—

নিখিল—তুমি পড় প্রশান্ত—

মোহিত—সে কি, পরের চিঠি—

নিখিল—Quite so ! (চিঠি কাড়িয়া লইয়া) পড় প্রশান্ত,—

প্রশান্ত—(পড়িল) "কাল যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা

করো'। আমি পাগল হ'য়েছিলাম, সে কি আমার দোষ ডলি?
—মোহিত।"

নিখিল—আচ্ছা, টেবিলের উপর রেখে দাও। তুমি যেতে পার মোহিতবাবু।

মোহিত—কিন্তু যাওয়ার আগে আমি জান্‌তে চাই এই সব অভদ্রতার—

নিখিল—চলে যাও, চলে যাও মোহিতবাবু,—এটা আমার বাড়ী, এ কথাটা যে আমি ভুল্‌তে পাচ্ছি না! নইলে…চলে যাও—চলে যাও—

দুজনে কয়েক মুহূর্ত্ত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মোহিত সদর্পে বাহির হইয়া গেল।

লোকটার ভাগ্য ভালো যে আমার বাড়ীতে ওর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। অন্য কোথাও হ'লে ওর গলা টিপে মেরে ফেল্‌তুম।

প্রশান্ত—এ চিঠিতে কিন্তু বৌদিকে সন্দেহ করবার কিছু নেই—

নিখিল—সন্দেহ? তা'কে সন্দেহ? তুমি কি মনে করো, তা'কে আমি কখনও সন্দেহ করেছি! না না না। কিন্তু ব্যাপারটাতো এই! এই একটা ভ্যাগাব্যণ্ডকে আনাগোনা কর্‌তে সে প্রশ্রয় দেয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তা'র সঙ্গে মেলামেশা করে', তা'র মুখ থেকে অতি কদর্য্য প্রেম-নিবেদন শুন্‌তে তা'র বিরক্তি লাগে না! এর জন্য—এই রকম একটা অপদার্থের জন্য সংসারের আর সব-কিছুকেই করে সে অবজ্ঞা,—অবহেলা—

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—নিখিল! ও, এই যে প্রশান্তবাবু। কেমন আছেন?

প্রশান্ত—Thanks! মন্দ নয়!

উমা—নিখিলের সঙ্গে একটু কথা ছিল। আচ্ছা, আপনাদের কথা শেষ হোক্, আমি অপেক্ষা কচ্ছি!

প্রশান্ত—না, না, আমি তো যাচ্ছিলাম! আপনি বসুন। নমস্কার।

প্রস্থান

নিখিল—বসুন।

উমা—না। আমার বক্তব্য দাঁড়িয়ে বল্‌তেই সুবিধে হবে। আমি জান্‌তে চাই, কাল রাত্রে আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে, এ-খবরটা কি সত্যি?

নিখিল—সত্যি। আমিই তা'র সমস্ত বন্দোবস্ত করে' দিয়েছিলাম। নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়েছে।

উমা—বেশ! বেশ! কিন্তু তা'র আত্মীয়-স্বজনের, মা-বাপের সম্মতি নেওয়ার তুমি কোনই আবশ্যক বোধ করনি। সেটা অত্যন্ত অনর্থক বলে' তোমার মনে হয়েছে।

নিখিল—অবস্থাচক্রে তাই অবশ্য আমাকে মনে কর্‌তে হয়েছিল!

উমা—চমৎকার! দেখ নিখিল, দু-একবার তুমি আমাকে টাকা ধার দিয়েছ, সে জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য, খুব শিগ্‌গিরই আমি তা' ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি—

নিখিল—সেজন্য আমি ব্যস্ত নই—

উমা—কিন্তু, আমি ব্যস্ত না হ'য়ে পার্‌ছি না। এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার ব্যবহার ভদ্রলোকের মতো হয়নি। ও-সব পাড়াগেঁয়ে চা'ল আমার উপর চালতে যাওয়ার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না। অত্যন্ত নীচ, ঘৃণ্য তোমার ব্যবহার! একটা গর্দ্দভের যে—

নিখিল—আপনার বক্তৃতা দেওয়ার শক্তি যথেষ্ট এবং আমি তা'র প্রশংসা করি। আমার সম্বন্ধে আপনার যে উচ্চ ধারণা, এই সব বিশেষণ দিয়ে বহু বারই আপনি আমাকে তা' শুনিয়েছেন! যদি অনুমতি করেন, আপনার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা, আজ আপনাকে তা' আমি শুনিয়ে দিই।

উমা—তুমি? আমাকে শোনাবে? তোমার আমার যে সম্বন্ধ—

নিখিল—তা'তে, আপনার গালাগালিগুলি বেমালুম হজম করা যেমন আমার কর্ত্তব্য, আপনারও তেমনি আমার কাছ থেকে দু'চারটে সত্যি কথা শোনায় শাস্ত্রের নিষেধ নেই! এই অসহায়া বালিকাটিকে বিয়ে কর্‌তে আপনার ছেলেকে বাধা দেওয়া শুধু অমানুষিকতা নয়,—It is criminal!

উমা—(রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) আইন শিখিয়ো না, আমাকে আইন শিখিয়ো না বল্‌ছি!

নিখিল—আপনার ছেলে তা'কে বিয়ে করে' খুব একটা মহৎ কাজ কিছু করেনি, তা'র অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মাত্র!

উমা—হয়েছে! তোমার লেক্‌চার শুন্‌তে আমি আসিনি!

নিখিল—না! আপনি এসেছিলেন, তিরস্কারের কশাঘাতে আমাকে মাটীতে মিশিয়ে দিতে। কিন্তু তা' পার্‌বেন না। এখন শুধু এইটুকু জেনেই খুশী থাকুন, আপনার ছেলে যা' করেছে,—খুব ভালো কাজই করেছে!

উমা—ভালো কাজ করেছে? বংশের মর্য্যাদা, বংশের সম্মান—

নিখিল—সে কথা আর না-ই তুল্‌লেন!

উমা—কি, কি বল্‌ছ!

নিখিল—আপনার ছেলে এখানে সাহেব সেজে' জোচ্চুরি বদ্‌মায়েশি ক'রে বেড়ানোর চেয়ে সুন্দরবনে হাল চাষ করলে, আপনার বংশগরিমা তা'তে বাড়্‌বে ছাড়া কম্‌বে না।

বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একখানা কার্ড নিখিলের হাতে দিল

নিখিল—বস্‌তে বল।

উমা—না। আস্‌তে দাও। আমি যাচ্ছি। বেয়ারার প্রস্থান

ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না। তুমি একটা—তুমি একটা··· কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই প্রস্থান

মিঃ দাসের প্রবেশ

নিখিল—আসুন মিঃ দাস। আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করতে চাই। খুব শিগ্‌গির বেচে দিতে পার্‌বেন ?

দাস—সমস্ত ফার্নিচার—

নিখিল—শুধু ফার্নিচার নয়— ডলির প্রবেশ

এই বাড়ী। শ্যামবাজারের তিনখানা বাড়ী, বারাকপুরের বাগানবাড়ী, সব—সব !

দাস—সমস্তই বেচবেন ? কেন বলুন তো ?

নিখিল—আমি আফ্রিকায় যাচ্ছি। পনের দিনের ভিতর বেচা চাই।

দাস—আচ্ছা, আমি সোমবারেই নিলামের বন্দোবস্ত করছি।

দাসের প্রস্থান

নিখিল—হাঁ, দেরী করবেন না।

ডলি—এর মানে কি ?

নিখিল—মানে এই, যে আমরা আফ্রিকায় যাচ্ছি।

ডলি—আফ্রিকায় !

নিখিল—হাঁ, আমি, তুমি আর খোকা।

ডলি—আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

নিখিল—না বোঝ্‌বার কি আছে ডলি! অতি সোজা কথা। ভালো কথা, তোমার একখানা চিঠি আছে—ওই যে!

ডলি—আমার চিঠি?

নিখিল—হাঁ, মোহিতবাবু লিখে রেখে গেছেন।

ডলি—(চিঠি লইয়া) খুল্‌লে কে?

নিখিল—তিনি নিজেই খুলেছেন এবং আমাকে পড়ে' শুনিয়েছেন।

ডলি—(নিখিলের দিকে একবার চাহিয়া) ও। (চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) কা'ল তুমি যখন এলে—

নিখিল—থাক্, সে কথায় আর কাজ নেই।

ডলি—কিন্তু, আমার কাজ আছে। তুমি হয়তো ভেবেছিলে—কি ভেবেছিলে জানিনা। স্বীকার কচ্ছি, আমার ভুল হয়েছিল। ওই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে' চাকরকে তোমার বলা উচিত হয়নি—

নিখিল—কেন?

ডলি—তুমি আমার উপরই ছেড়ে দিতে পার্‌তে!

নিখিল—বহুবারই তোমাকে আমি বলেছি, কিন্তু তুমি শোননি।

ডলি—স্বীকার কচ্ছি, আমার ভুল হয়েছিল। ভবিষ্যতে—

নিখিল—ভবিষ্যতের জন্য ভাব্‌তে হবেনা। এ রকম লোক আফ্রিকায় নেই!

ডলি—আফ্রিকা তোমার মাথায় ঢুক্‌ল কেন? সত্যিই কি তুমি আফ্রিকায় যেতে চাও নাকি?

নিখিল—নিশ্চয়ই।

ডলি—এ তো বড় অদ্ভুত কথা। কাল্‌কের কথা যদি ধর, আমার শিক্ষা হ'য়ে গেছে। আর কখনও—

নিখিল—যেতে দাও ও-সব কথা!

ডলি—কেন? কি করেছি আমি, যে তুমি আমাকে আফ্রিকার জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে চাও?

নিখিল—স্বামীর সঙ্গেই স্ত্রীর থাকা উচিত, সে আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক্, কি সাহারার মরুভূমিতেই হোক্!

ডলি—আমি তোমার স্যুটকেশ নই, যে যখন যেখানে যেমনটি রাখ্‌বে, সেইখানেই আমি পড়ে' থাক্‌ব।

নিখিল—অনেকবারই এ কথা তুমি বলেছ।

ডলি—তুমি বিরক্ত হ'তে পার, বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু তা'তো নয়, তুমি করেছ রাগ। কিন্তু অত রাগ কর্‌বার বাস্তবিক তো কোন কারণ নেই! ও-সব পাগলামি ছাড়।

হাত ধরিল। নিখিল হাত ছাড়াইয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

শুন্‌বেনা তুমি? একেই বলে বাঙালের গোঁ। ওঃ! কি রকম চোখ পাকিয়ে তুমি তাকাচ্ছ! তুমি যেন ওথেলো আর আমি যেন ডেস্‌ডিমোনা! আর তুমি আমাকে কি কর্‌তে বলো? তোমার পায়ে কি আমি মাথা খুঁড়ব?

নিখিল—(রুক্ষভাবে) মাথা খুঁড়্‌তে তো তোমাকে আমি বলিনি!

ডলি—তবে? কি কর্‌তে বল তুমি আমাকে?

নিখিল—কিছু নয়,—শুধু আমার সঙ্গে যেতে বল্‌ছি। আমি অনেক সহ্য করেছি। দিনের পর দিন তোমার অনেক খামখেয়ালি আমি বরদাস্ত করেছি। আর নয়। এইবার শেষ।

ডলি—শেষ ?

নিখিল—হাঁ।

ডলি—কি বল্‌ছ তুমি, আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না !

নিখিল—এর চেয়ে বেশী কিছু আমি বল্‌তে চাইনা।

ডলি—বল্‌তে হবে তোমাকে। মিঃ দাসকে তুমি কি বলে' দিয়েছ ?

নিখিল—আমার বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি. জিনিষপত্র সব বিক্রী কর্‌তে !

ডলি—সে কি ! তুমি কি পাগল ? টেলিফোন করে' বন্ধ করে' দাও। ভদ্রলোক যদি সত্যিসত্যিই।

ডলি টেলিফোনের দিকে ছুটিল। নিখিল হাসিয়া উঠিল।

ব্যাপার কি ?

নিখিল—আর ফেরা চলে না।

ডলি—কেন ? ওই মোহিতের জন্য !

নিখিল—শুধু মোহিত নয়। যে-সব বন্ধু বান্ধবের সাথে তুমি এতদিন মিশে এসেছ, যে ভাবে তোমার জীবন এতদিন তুমি চালিয়ে নিয়ে এসেছ, আজ তা'র আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়েছে।

ডলি—তা'র মানে ?

নিখিল—যথেষ্ট হয়েছে। এই সব sex-less নারী, যা'রা সাজগোজ করা আর স্ফূর্ত্তি করে' বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই জানেনা; আর এই সব মস্তিষ্কহীন, মেরুদণ্ডহীন ক্লীব, পুরুষ বলে' যা'রা নিজেদের পরিচয় দেয়,—ঢের হয়েছে ! আর তা'দের আমি চাই না। এই সহরে সভ্য জীবনের আমাদের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এইবার আমি তা'র শেষ করব, আর তোমাকেও তাই কর্‌তে হবে !

ডলি—(বিষণ্ণমুখে) তুমি বাড়িয়ে বল্‌ছ—

নিখিল—বাড়িয়ে বল্‌ছি! দিনের পর দিন, নিজের চোখে আমি দাঁড়িয়ে দেখিনি? এখানে স্ত্রীর খোঁজ স্বামী রাখেনা, স্ত্রী করে স্বামীকে অবহেলা, ছেলের খোঁজ নিতে মায়ের ফুরসৎ নেই—

ডলি—(ক্রুদ্ধভাবে) মিথ্যা কথা!

নিখিল—মিথ্যা কথা! ওপরে আছে আমাদের ছেলে। একটা অজানা অচেনা স্ত্রীলোককে তুমি রেখেছ তা'কে স্তন্য দিতে,—যা'তে তুমি নেচে গেয়ে বেড়াতে পারো। সারা দিনের ভিতর মাত্র কয়েক মিনিট তুমি তা'কে চোখের দেখা দেখে যাও,—সেইখানেই তোমার কর্ত্তব্যের শেষ!

ডলি—তুমি কি বল্‌তে চাও, আমার ছেলেকে আমি ভালোবাসিনা?

নিখিল—হয়তো বাসো.—যেমন আমাকে, ঠিক তেম্‌নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড়জোর আধ ঘণ্টা! বাকী সময়টুকু আমরা কর্ত্তব্যের মধ্যেই নই!

ডলি—(উত্তেজিতভাবে)—তুমি নিন্দুক, তুমি স্বার্থপর—

নিখিল—আমি? আমি একটা জানোয়ার। আর, যে লোকটা তোমার কানে কানে দুটো ন্যাকা কথা কইতে পারবে, সেই হবে তোমার পেয়ারের লোক! কোন দিকেই তোমার খেয়াল নেই; তুমি নাইটের মেয়ে, মোহিতের দল নিয়ে স্ফূর্ত্তি করে' বেড়াবার জন্যই তুমি জন্মেছ। সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত খালি আমোদ—আমোদ—আমোদ! জাহান্নামে যাক্ এই পোষাকী জীবন। এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই নরক থেকে তাই আমরা দূরে চলে' যাব,—তুমি আর আমি। সেখানে

তোমার-আমার ভিতরে আর কেউ থাক্‌বেনা। শুধু তুমি আর আমি।

ডলি—(উদ্ধতভাবে)—আমি যাব না।

নিখিল—যাবে না?

ডলি—না, না। আফ্রিকার জঙ্গলে যাওয়ার জন্য তোমাকে আমি বিয়ে করিনি।

নিখিল—না, আমাকে বিয়ে করেছিলে পয়সার জন্য—

ডলি—তোমার যা'ইচ্ছে তাই মনে কর্‌তে পারো—

নিখিল—মনে করা নয়,—এ fact! মোহিতের যদি পয়সা থাকৃত, তা'হলে তা'কেই তুমি বিয়ে কর্‌তে! আজ যদি আমি মারা যাই,—কাল সে-ই হবে তোমার ম্যানেজার—

ডলি—(আর্ত্তনাদ করিয়া) উঃ—

নিখিল—সে, অথবা তা'রই মতো আর একজন। অতি সত্য কথা। Beautiful vampire! আমাকে বিয়ে করেছিলে শুধু পয়সার জন্য,—ভগবান জানেন, সে মূল্য আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি! কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব।

ডলি—(সহসা অসহ উত্তেজনায়) আফ্রিকায় আমি যাব না!

নিখিল—যাবে না?

ডলি—না, না। লুসি, লুসি—আর এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে থাক্‌ব না। লুসি—লুসি—

নিখিল—যাবে না তুমি?

ডলি—(জবাব না দিয়া) লুসি—লুসি—

দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। লুসির হাত ধরিয়া প্রশান্তর প্রবেশ। ছুটিয়া গিয়া লুসিকে ছিনাইয়া আনিল।

ডলি—চলে আয়, চলে আয় লুসি—এক মিনিট আর আমরা এখানে থাক্‌বো না,—

লুসি—কেন? কি হয়েছে ডলি-দি!

ডলি—চলে আয়, চলে আয়— টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রশান্ত—ব্যাপার কি নিখিল? নিখিল পাথরের মত স্থির।

নিখিল, নিখিল, হয়েছে কি? নিখিল নিরুত্তর।

হ'ল কি নিখিল, বৌদি কি—

নিখিল—(যেন আত্মস্থ হইয়া)—Damn it! প্রশান্ত, আমার মতো বাড়ী. ঘর, জায়গাজমি তুমি কিন্‌তে চেয়েছিলে না?

প্রশান্ত—সে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু—

নিখিল—আমার এই গুলোই তুমি নিয়ে নাও—

প্রশান্ত—তোমার হ'ল কি?

নিখিল—আমি আফ্রিকায় যাচ্ছি—

প্রশান্ত—আফ্রিকায়? হঠাৎ আবার আফ্রিকা কেন?

নিখিল—(চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর থেকে এক-একখানা করিয়া বই ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে, ঘাড় ফিরাইয়া—) আফ্রিকায় এখনও cultured society তৈরী হয়নি প্রশান্ত, তাই আমি যাচ্ছি—আফ্রিকায়!

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলাভবন। মেয়েরা চায়ের কাপ নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। পেছনে অর্গানের কাছে দাঁড়িয়ে তিমির।

তিমির—Ladies and Gentlemen !

নীলা—জেণ্টেলম্যান তো এখানে কাউকেই দেখ্‌ছি না, তিমির-দা !

তিমির—নাই থাক্‌। কেউ এসে উপস্থিত হ'তে তো পারেন ! তাঁর জন্য ও provision-টা রাখা ভালো !

নীলা—কোন ভদ্রলোক কখনও আর এখানে আস্‌বেন বলে' তো আমার মনে হয় না !

তিমির—Why not ! আমাদের club-এর যে রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে, আর কোন্‌ ক্লাবের তা' আছে ? অসীম elope করেছে কমলাকে। রাসবিহারী প্যালিয়েছে,—বোধ হয় লক্ষ্ণৌয়ে কেশরী-বাঈজীর কাছে। মোহিত নিরুদ্দেশ, সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পণ্ডিতেরা বলেন—ধূমাৎ—

নীলা—অর্থাৎ ধোঁয়ার জন্য খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ?

তিনির—পর্ব্বতো বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ ! ধোঁয়া দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে হবে যে আগুন আছে !

নীলা—কিন্তু আগুন থাক্‌লেই যে ধোঁয়া থাক্‌বে, তা'র তো কোন মানে নেই। যেমন তুষের আগুন। সেখানে আগুন চেন্‌বার কি বিধান পণ্ডিতেরা করেছেন !

তিমির—সেখানে আগুন দেখ্‌তে হ'লে হাত পুড়িয়ে দেখতে হয়!

ইলা—একবার দেখনা তিমিরদা, নীলার বুকের ভিতর তুষের আগুন আছে কি না?

তিমির—তুষের আগুন কোথায় যে নেই ইলা, তা'তো জানিনা। বোধ হয় আছে সর্ব্বত্রই,—কেবল তা'র ধোঁয়া নেই—প্রকাশ নেই বলেই তা' চোখে পড়ে না!

নীলা—কিন্তু বুকে হাত দিলে তা'র আঁচ পাওয়া যায়। দেখিনা তিমির-দা, তোমার সে আগুন আছে কি না?

তিমির—আগুন কি আর অম্‌নি থাকে নীলা! তা'কে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হ'লে খোরাক চাই। তুষ না থাক্‌লে শুধু ছাই কি আর জ্বলে?

নীলা—তোমার কি পুড়ে' পুড়ে' সব ছাই হ'য়ে গেছে নাকি?

তিমির—অথবা তুষই আছে, আগুন তা'তে কেউ ধরায় নি!

ইলা—কেন, লুসি-দি?

তিমির—তুমি আমাকে খালি মনে করিয়ে দাও ইলা, যে বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় আমার নেই!

ইলা—থাক্‌লে তো আমিই তোমাকে বিয়ে কর্‌তুম!

নীলা—আমি কর্‌তুম না। তোমার মতো ভাবুক নিয়ে ঘর কর্‌তে হলে পঞ্চাশ হাজারে কুলোয় না।

তিমির—তা'র চেয়ে বেশী থাক্‌লে তো আমি হতুম পলিটিসিয়ান। আমি ভাবুক,—কেননা আমি গরীব। আমি আলো দেই অন্ধকারে।

ইলা—ওঁকেই তা'হলে বিয়ে কর্ নীলা! বাদলার দিনে সুইস্ টিপ্‌তে পার্‌বি!

তিমির—নীলা চায় পয়সা-ওয়ালা স্বামী, আমি চাই পয়সা-ওয়ালা স্ত্রী।

আমরা পরস্পরকে তারিফ করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

নীলা—যতক্ষণ না, কেউ তা'র সম্পত্তি আমাদের উইল করে' দিয়ে মারা যায়।

তিমির—তা'হলে আমাদের একটা post-mortem engagement হ'য়ে থাক্ নীলা।

ইলা—লুসি-দির বিয়ে কবে তিমির-দা?

তিমির—কবে কি!—কাল।

নীলা—তা'হলে তুমি এখন পোষ্টমর্টেম এন্‌গেজ্‌মেন্ট করেই বেড়াবে না কি?

তিমির—অন্য engagement-এর অভাবে।

ইলা—সত্য বলোনা তিমির-দা, লুসি-দির বিয়ে হচ্ছে, তুমি কি করবে?

তিমির—লোকে Three cheers দেয়, আমি Ten cheers দেব। Ten cheers for Lucy!

সকলে—Cheers!

তিমির—তা'হলে অদ্যকার সভা এইখানেই ভঙ্গ হোক্—

নীলা—সে কি রকম? সভা আরম্ভই তো হয়নি! প্রারম্ভ সঙ্গীত তো গাওয়া হয়নি!

তিমির—তা'হলে আরম্ভ হোক্ প্রারম্ভ-সঙ্গীত—

সকলে—(গান) ওগো পাগল ফাগুন, আবার আমার ফুলশেজে
নতুন করে' বাসর শয়ন পাত্‌লে যে!
আবার শিশির-বিন্দু পরে
চাঁদের আলোর চুম্‌কি ঝরে,—
যেন মুখে হাসি, জলে চোখের কোল ভেজে!

পাগল-ফাগুন আবার দখিণ দোর খুলি'—
দুলিয়ে দিলে মাতিয়ে দিলে মনের বনের ফুলগুলি!
আবার এ কোন্ অচিন্ পাখী
করে গোপন ডাকাডাকি,—
জাগায় মুকুল ঝরা-পাতার সুর বেজে!

তিমির—Three cheers for Mr. পাগল ফাগুন!

সকলে—Cheers!

তিমির—Ten cheers for Lucy!

সকলে—Cheers!

নীলা—অম্‌নি নিখিলবাবুকেও চিয়ার-আপ্ করো তিমির-দা,—তিনি যে আফ্রিকায় যাচ্ছেন!

তিমির—ভালোই হয়েছে,—ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছে। নিখিল যাচ্ছে, কিন্তু ডলি থাক্‌ছে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন কর্‌তে! নিখিল যাচ্ছে, কিন্তু স্যার উমাশঙ্করকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছে প্রশান্ত!

নীলা—ডলিদির যা'হোক বরাত ভালো। নিখিলবাবু নাকি অনেক টাকা তা'কে দিয়ে যাচ্ছেন!

ইলা—কিন্তু তার ছেলেটিকে যে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ভারী অন্যায়। মা বলেন—এটা পাশবিক ব্যবহার!

তিমির—পুরুষের পাশবিক ব্যবহার সেই আদিম যুগের বর্ব্বরতার একমাত্র শেষ অভিজ্ঞান!

নীলা—ঠিক এই ভাবের লাইন যেন কোথায় পড়েছি!

তিমির—মাপ্ কর্‌তে হ'ল—এটা আমার সম্পূর্ণ original! পরানুকরণ যদি কিছু আমার ভিতর থাকে, সে শুধু ধনী-কন্যাকে বিয়ে কর্‌তে চাওয়া!

ইলা—কিন্তু ডলি-দি অমন তালা বন্ধ করে' বসে' আছে কেন? কারও সঙ্গে দেখাই করে না!

নীলা—তা'র বাবা কিন্তু সহর মাতিয়ে তুলেছেন!

তিমির—ওঃ, নিখিলের উপর তাঁর কী রাগ! শ্বশুর-জামাইয়ের এই লড়াই আমি বেশ উপভোগ করি। সেই যে, কি একটা কবিতা আছে নীলা,—তোমার মনে আছে?—"ভেসে চলে' যায় যে স্রোতের ফুল—"

নীলা— ভেসে চলে' যায় যে স্রোতের ফুল প্রণয়ের পারাবারে,
শত অভিমান-পাষাণ-প্রাচীর রোধিতে পারেনা তা'রে!

তিমির—সে প্রাচীর বোধ হয় মাখম দিয়ে তৈরী। আমাদের এ পাঁচীল-গুলো তা'র চেয়ে যেন একটু বেশী শক্ত!

ইলা—প্রশান্তবাবু শুনছি নিখিলবাবুর বাড়ীঘরদোর সব কিনে নিচ্ছেন। ডলি-দি থাকবে কোথায়?

তিমির—কেন? বাপের বাড়ী। স্বাধীন জীবন উপভোগ করতে স্ত্রীলোকের তা'র চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই।

নীলা—কিন্তু বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ী থাকাটা—

তিমির—কিছুই দোষের নয়,—হাতে যদি টাকা থাকে!

ইলা—কিন্তু তবুও, স্বামী যাবে আফ্রিকায়, আর স্ত্রী থাকবে বাপের বাড়ী,—এ যেন কেমন লাগে!

তিমির—কিছুই নয়! বরং এ একটা আদর্শ! স্বামীরও তা'তে অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচে, স্ত্রীরও তা'তে অনেক ফুরসৎ মেলে!

ইলা—আদর্শ স্থাপন করতে পয়সা চাই তিমির-দা!

তিমির—সেই তো দুঃখ ইলা! যদি কেউ কখন উইল করে' কিছু দিয়ে যায়—

নীলা—তা'হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব তিমির-দা! কিন্তু এক সর্ত্তে—

তিমির—কি ?

নীলা—তুমি যাবে আফ্রিকায়, আর আমি থাক্‌ব বাপের বাড়ী !

ইলা—হেরে গেলে তিমির-দা, জবাব দাও—

তিমির—আগে তোমার মোহিত জোগাড় হোক্। কিন্তু আমাদের মোহিত ব্যস্ত হয়ে কি কাণ্ডটাই কর্‌লে !

নীলা—ডলি-দি বোধ হয় জানেনা যে, মোহিত-দা শান্তিকে ইলোপ করেছে !

তিমির—জান্‌লে তো সে-ই আফ্রিকায় চলে' যেত !

নীলা—চল, যাওয়া যাক্ তিমির-দা, এ ভাঙা হাটে কাঁশি বাজিয়ে আর লাভ নেই—

তিমির—এস, শেষ-সঙ্গীত গেয়ে আমরা বিদায় নি !

নীলা—চির-বিদায় ?

তিমির—নানা, যতদিন না উইল করে' কেউ টাকা দেয় !

তিমির অর্গানে বসিল। সকলের গান।

পাপিয়া উঠিলে গাহি' বকুলের বনে বনে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,— রেখো মনে !
যবে কহিতে গোপন কথা
ত্বলিবে দুলালী লতা,
কুণ্ঠিতা লাজলতা, ও-তোমার বাতায়নে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,—রেখো মনে !
যবে দখিণা মলয়া আসি' তরুমর্ম্মর গানে—
ভালোবাসি, ভালোবাসি,—শুনাবে তোমার কানে,
যবে রূপালি চাঁদিনী রাতি
ফুলেলা শয়ন পাতি'
মঞ্জুল মালা গাঁথি জাগিবে মাধবী সনে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,—রেখো মনে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রতিভার বাড়ীর বস্‌বার ঘর। প্রতিভা সোফায় বসিয়া একটা কি বুনিতেছিলেন। লুসি প্রবেশ করিল।

লুসি—প্রতিভা-দি, ডলি-দি এসেছে ?

প্রতিভা—কই, আসেনি তো!

লুসি—আসেনা তোমার এখানে ?

প্রতিভা—রোজই আসে দু'তিনবার করে'। খোকার কাছে বসে' বসে' কেবল কাঁদে!

লুসি—এদের একটা মিট্‌মাট করে' দাও না দিদি! তুমি পারো।

প্রতিভা—পার্‌ছি কই ভাই, তোমার বাবা যে বাধা দিচ্ছেন। ডলিকে তিনি খালি তাতিয়ে রাখ্‌ছেন!

প্রশান্তর প্রবেশ

এই যে প্রশান্ত, নিখিল এলো না ?

প্রশান্ত আস্‌তে পার্‌লে না। বিলি-বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত আছে। একটু ফুরসৎ পেলেই আসবে বলেছে। (লুসিকে) সেই জুয়েলারের দোকান থেকে লোক এসেছিল। তোমাকে গিয়ে জিনিসগুলো পছন্দ করে' দিয়ে আস্‌তে হবে।

প্রতিভা—তোমাদের বিয়েতেও সে থাক্‌বে না।

প্রশান্ত—এত করে বল্‌লুম। কিন্তু কা'ল না গেলে সোমবারের ষ্টীমার ধর্‌তে পার্‌বে না। এ ষ্টীমার সে miss কর্‌তে চায় না!

লুসি—আমি চল্‌লুম দিদি। নিখিল-দা এলে তোমরা দু'জনে একটু চেষ্টা করে' দেখো—

প্রশান্ত—আমার সে সাহস নেই লুসি। নিখিলকে তোমরা চেন না, কিন্তু আমি চিনি। যা' ধর্‌বে, তা' কর্‌বে! তা'তে স্বয়ং ভগবান এসেও যদি হাতযোড় করে' অনুরোধ করেন,—ও ফিরেও চাইবে না!

লুসি—যা'কে বলে বাঙালের গোঁ!

প্রশান্ত—না, যা'কে বলে conviction,—যা'র ভিতর সত্যিরে hypocracyর-নামগন্ধ নেই!

প্রতিভা—কিন্তু একগুঁয়েমিটা এখানে একতরফা নয় প্রশান্ত। নিখিলের যদি এ বাঙালের গোঁ, আমি ভাবি, ডলি এই একগুঁয়েমি শিখ্‌লে কোথায়?

প্রশান্ত—জিদ্‌ই জাগিয়ে তোলে জিদ্‌কে! কিন্তু, এ ক্ষেত্রে কার জিদ্ যে কার জিদ্‌কে জাগিয়ে তুলেছে, তা' বোঝা শক্ত!

লুসি—যা'রই করুক, মোটের উপর, নিখিল-দা যে চলে যাবে, এ আমি একেবারেই সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না। যেমন করে' হোক্ তাঁ'কে রাখা চাই। আমি আস্‌ছি—

প্রস্থান

প্রতিভা—আমার কথা তা'কে বলেছিলে প্রশান্ত?

প্রশান্ত—বলেছিলাম। কিন্তু সে কোন কথা কানেই তুল্‌তে চায় না।

প্রতিভা—তা'কে কি রকম দেখ্‌লে?

প্রশান্ত—যেমন সেই ছেলেবেলায় দেখেছি। কোটপ্যাণ্টের ভেতরে সেই খদ্দরপরা নিখিল। তা'র চোখের সেই দৃষ্টি—তা' ভোলবার নয়। এই দৃষ্টি তা'র চোখে যখন ফুটে ওঠে, তা'র কাছে যেতেও আমরা সাহস পাই না।

প্রতিভা—তুমি তা'র অন্তরঙ্গ বন্ধু !

প্রশান্ত—যতদূর কর্‌তে পারি, তা' করেছি। কিন্তু ওর রকমই আলাদা। দাঁতের ওপর দাঁত যখন একবার চেপে ধরে—

প্রতিভা—জানি, জানি। তোমাদের পুরুষের স্বভাবই এই। একটা কিছু খেয়াল জোর করে' আঁকড়ে ধরে' থাকাটাকেই তোমরা মস্তবড় বাহাদুরি বলে' মনে কর। নারীকে তোমরা প্রশ্রয় দাও, দিনের পর দিন তা'কে চল্‌তে দাও তা'র খুশী মতো,—তারপর একদিন হঠাৎ তার চুল ধরে' টেনে এনে তা'কে ড্রিল শেখাতে সুরু করো। তুমি "ষ্ট্যাণ্ড আপ্‌" বল্‌লেই তা'কে দাঁড়াতে হবে,—"সিট্‌ ডাউন" বল্‌লে তা'কে বস্‌তে হবে !

প্রশান্ত—কিন্তু, নিখিলের কোন দোষ আছে বলে' আমার মনে হয়না—

প্রতিভা—না হওয়ারই কথা। পুরুষ এতে দোষ দেখে না। আমিও তা'র দোষ দিই না। আমি শুধু অনুতাপ করি।

প্রশান্ত—অনুতাপ ?—কেন ?

প্রতিভা—নিখিলকে আমি বলেছিলাম একটু গর্জ্জন কর্‌তে ! ও যে এতখানি কঠিন হ'তে পারে, আমি তা' ধারণাও করিনি ! এখন আমার অনুতাপ হয়—স্বামী-স্ত্রীর এ বিচ্ছেদের আমিই বোধ হয় কারণ হ'লুম !

প্রশান্ত—আপনার সে দুঃখ কর্‌বার কারণ নেই। নিখিলকে আমি যতদূর জানি, কা'রও কথায় উত্তেজিত হ'য়ে কোন কাজ করা তা'র প্রকৃতি নয়।

প্রতিভা—একবার কোন রকমে যদি দু'জনার দেখা করা'তে পার্‌তুম—

প্রশান্ত—তা'তেই বা কি ফল হবে! বৌদি তো একেবারে ক্ষেপে আছেন! নিখিলের উপর যেন তাঁর ভয়ানক ঘৃণা!

প্রতিভা—পুরুষ এমনই অন্ধ প্রশান্ত। নারীমনের এ রহস্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে দেখ্‌তে পায়না। তা'র বর্ণ-বিজ্ঞান তা'র বস্তু-বিজ্ঞানকে ঢেকে ফেলে। অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, নারীর মনস্তত্ত্বের সব-কিছুই জেনে ফেলেছি বলে' গর্ব্ব কর্‌তেও পুরুষ দ্বিধা করেনা। ডলি নিখিলকে শুধু ভালোবাসেনা, তা'কে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে—

প্রশান্ত—আপনি অবাক্ কর্‌লেন, দিদি!

প্রতিভা—শ্রদ্ধা করে ব'লেই আজ তা'র অভিমানও এত প্রচণ্ড! আমি জোর করে' বল্‌তে পারি, নিখিলের একটিমাত্র ইঙ্গিতে ডলি তা'র বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে। সে তা' পড়ত, শুধু তা'র বাপ তার অভিমানকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রেখেছেন। রোজই ডলি এখানে আসে, খোকাকে পাগলের মতো আঁক্‌ড়ে ধরে। আমি বলি—এরা তো চলে যাবে,—তোমার ছেলে, তোমার স্বামী, সে কেঁদে কেঁদে সারা হয়। কিন্তু যখনই আমি বলি, নিখিলকে ডাকাই, অম্‌নি সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে! কি যে করি প্রশান্ত! অথচ, একটা কিছু করাও দরকার!

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল—প্রশান্ত!

প্রতিভা—কাজ মিট্‌ল নিখিল!

নিখিল—মেটা'তে পাচ্ছি কই দিদি! ঝঞ্ঝাট কি কম? সংসারটি তো আর ছোট খাট পাতিনি।

প্রতিভা—তা'কে তুল্‌ছই বা কেন? এ যেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ!

নিখিল—যাত্রা যদি পরের হোত, তা'হলে তা' ভাঙ্গবার জন্য নিজের নাক কাটা দূরে থাকুক্, একটি আঙুল তোলাও আমার দরকার হ'তো না. কিন্তু যেখানে নাকটাকে কেটে না ফেল্‌লে জানটাকেই বাঁচানো দায় হ'য়ে পড়ে, সেখানে নাক না কেটে আর উপায় কি দিদি! হাঁ, প্রশান্ত, তুমি যদি আমার একটু কাজ করে' দাও!

প্রশান্ত—বল।

নিখিল—খোকার জন্য যে নার্স-টিকে সঙ্গে নেব মনে করেছিলাম, এইমাত্র তিনি খবর দিয়েছেন যে তিনি যেতে পার্‌বেন না। আর একটি নার্সের খবর তিনি দিয়েছেন। এই তা'র ঠিকানা। তুমি যদি একবার গিয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে এস। উপযুক্ত মনে কর্‌লে সঙ্গে করেই আন্‌বে।

প্রশান্ত—এখনই যাচ্ছি।

প্রতিভাকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান

প্রতিভা—তুমি কি সঙ্গে নার্স নিচ্ছ নাকি?

নিখিল—হাঁ। জাহাজে খোকার যদি কোন অসুখ-বিসুখ হয়। তা'ছাড়া সেখানে গিয়েও লোক ঠিক করে' নিতে সময় লাগ্‌বে। আপনি বোধহয় আমার উপর রাগ করেছেন, দিদি! এতবার খবর দিয়েছেন, আমি আস্‌তে পারিনি!

প্রতিভা—রাগ ঠিক নয়, কিন্তু একটু দুঃখ হয়েছিল বৈকি।

নিখিল—আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, দিদি।

প্রতিভা—কিন্তু, এ অবস্থা ডেকে আন্‌বার তো কোন আবশ্যক ছিল না নিখিল!

নিখিল—ডেকে তো আনিনি দিদি, আপনিই এসে পড়েছে। আর এসেই যখন পড়েছে, তখন আমাকে তা' একাই সাম্‌লাতে হবে। এতে আর কেউ সাহায্য কর্‌তে পারে না, এমন কি আপনিও ন'ন।

প্রতিভা—সত্য কথা বল্‌তে কি নিখিল, আমি একটু হাতাশ-ই হয়েছি।

নিখিল—কেন বলুন তো।

প্রতিভা—তোমার ব্যবহারে!

নিখিল—আমার ব্যবহারে?

প্রতিভা—এমন করে' পালিয়ে যাওয়াটা তোমার কাছে আমি আশা করিনি।

নিখিল—পালিয়ে যাওয়া! হাঁ, অনেকটা তাই মনে হবো বটে! আপনাদের কাছে এ নির্ব্বাসন, আমার কাছে নতুন জীবনের সন্ধান। কথাটা খুলেই বলি। ড'লকে যখন আমি যেতে বলেছিলাম, তখন এ আমার উদ্দেশ্য ছিলনা যে, চিরজীবন আমরা আফ্রিকাতেই বাস করব। দু-এক বছর সেখানে থেকে, দু'জন দুজনকে সম্পূর্ণ আপনার করে নিয়ে,—যা'র ভেতরে কলাভবনের প্রলোভন নেই, মোহিতের স্থান নেই, উমাশঙ্করের কারসা'জ নেই,—এম্‌নি নিজস্ব করেই আমরা দুজন দুজনকে পেয়ে, যখন ফিরে আস্‌ব এই নিষ্ঠুর নগরীতে, তখন আর কিছুই আমাদের সে শান্তির সংসার নষ্ট কর্‌তে পার্‌বেনা। আর যদি না যাই, আপনার কথায় বল্‌তে গেলে, যদি না পালাই,—

একমাস যেতে না যেতেই আবার যেমন ছিল, সবই ঠিক তেম্‌নি হবে। সেই মোহিত, সেই উমাশঙ্কর, সেই নাচের আড্ডা, সবই একে একে এসে জুট্‌তে থাক্‌বে। কাজেই, একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া আমাদের মুক্তির আর পথ নেই দিদি!

প্রতিভা—খোকাকে তা'হলে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

নিখিল—তা'র উপর কর্ত্তব্য আমার আরও বেশী। এখানে তা'কে রেখে যা'ব কি আমার শ্বশুরকে আদর্শ করে' মানুষ হ'তে?

প্রতিভা—কিন্তু—

নিখিল—না, দিদি, এর ভেতর কোন কিন্তু নেই। কর্ত্তব্য যা', আমাকে তা' কর্‌তেই হবে।

প্রতিভা—ডলির উপর তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই!

নিখিল—কি কর্‌ব আমি! সে যদি আমার কথা না শোনে. সে যদি আমাকে ঘৃণা করে—

প্রতিভা—ঘৃণা করে?

নিখিল—আমার তো তাই মনে হয়।

প্রতিভা—ভুল, ভুল, সে তোমাকে ভালোবাসে—শ্রদ্ধা করে।

নিখিল—তা' যদি হ'ত, আমার কাছে সে ফিরে আস্‌ত। অন্ততঃ আমাকে সে সুযোগ দিত তা'কে নিয়ে আস্‌তে। সে দূরে থাকুক্‌, সে তা'র বাবাকে পাঠিয়েছিল এটর্নী সঙ্গে দিয়ে আমার কাছ থেকে মোটারকমের দাঁও কষ্‌তে। আমি তা' দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। ব্যস্‌ আর কি? তা'তেই সে খুশী!

প্রতিভা—খুশী? মনে করে' দেখতো, ব্যাপরটা কি ঘটেছিল। কতবড় কঠোর কথা তুমি সেদিন তা'কে বলেছিলে!

নিখিল—যা' সত্য, তা'ই বলেছি।

প্রতিভা—সত্য! সত্যের খবর তুমি কি জানো! কতটুকু জানো? তুমি জগতকে বিচার করো তোমায় নিজের মাপকাঠি দিয়ে—তা'র ভিতর কোথায় আছে গলদ, কোথায় আছে অসঙ্গতি, তোমার অভিমান তোমাকে তা' দেখতে দেয়না! অথচ, তোমার সেই খেয়ালের সঙ্গে যেটা না মিল্‌বে, সেইটাই হবে মিথ্যা! এতবড় প্রকাণ্ড সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা পরমাণু তুমি,—বিশ্বের সমস্ত সত্য তুমি জেনে' বসে' আছ,—এ অভিমান কেন তোমার? সত্য! মানুষের দুর্জ্ঞেয়—দুরধিগম্য অন্তরের সত্যের সন্ধান এক ভগবান ছাড়া আর কে জানে? আমরা সব স্রোতের ফুল,—ঘটনার স্রোতে ভেসে বেড়াই। সেই ভেসে-বেড়ানোর ভিতর সত্য নেই। সত্য না আছে আমাদের সেই প্রবহমান জীবনের কথায়,—না আছে তা'র কাজে!

নিখিল—যা' প্রত্যক্ষ দেখছি দিদি, তা'কেও কি তা'হলে সত্য বলে স্বীকার করব না?

প্রতিভা—অনেক সময় নয়। মিথ্যাও অনেক সময় সত্যের রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

নিখিল—আপনার মতে তা'হলে সত্য জান্‌বার কোন উপায় নেই?

প্রতিভা—আছে। সত্য জান্‌বার একমাত্র উপায়—দরদ। প্রেম, অনুরাগ, সহানুভূতি,—এরাই—শুধু এরাই খাঁটি সত্যকে চিনিয়ে দিতে পারে,—নইলে রাগের মাথায় আমরা যা' বলি, উত্যক্ত হ'য়ে যত কটূক্তি আমরা বর্ষণ করি, তা'র অনেকগুলি হয়ত ফ্যাক্ট হ'তে পারে, কিন্তু ট্রুথ নয়!

নিখিল—Fact, অথচ, truth নয়! এ তো বড় নতুন কথা দিদি।

প্রতিভা—কিছুই নতুন নয় নিখিল। থিংগস্ আর্ নট্ হোয়াট্ দে চীম (Thigs are not what they seem)—এ অতি খাঁটি সত্য। ডলির সঙ্গে তুমি দেখা করো, তা'কে বোঝাও। তোমার একটি কথায়—

নিখিল—মাষ্টারি কর্‌তে আমার সময়ও নেই দিদি, প্রবৃত্তিও নেই।

প্রতিভা—কা'ল যাচ্ছ—ফির্‌বে কবে?

নিখিল—আর্ ফির্‌তে ইচ্ছা নেই।

প্রতিভা—কোন দিন নয়? এমনভাবে নিজেকে নির্ব্বাসিত করায় কোন পৌরুষ নেই নিখিল।

নিখিল—কতকগুলি ক্লীবের মাঝে দাঁড়িয়ে পৌরুষ দেখানোর কোন স্বার্থকতাও নেই দিদি!

(বাহিরের দরজা দিয়া ডলি ও লুসির প্রবেশ। লুসি চট্ করিয়া একবার চারিদিকে দেখিয়া লইয়া প্রতিভাকে ইঙ্গিত করিয়া পিছন হইতেই চলিয়া গেল।)

উমা—(নিখিলকে দেখিয়া চমকিয়া) তুমি! লুসি, তুই যে বল্‌লি—

ইতস্ততঃ ফিরিয়া লুসিকে না দেখিয়া হঠাৎ থামিল। দু'-এক মিনিট থামিয়া, যাইবার জন্য ফিরিল।

প্রতিভা—(তাড়াতাড়ি) ডলি, ডলি, যাস্ না, কথা শোন!

ডলি—না। (উত্তেজনা চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে)

আমি এখন যাই, যাই—দিদি!

প্রতিভা—নিখিল, আমার অনুরোধ—

নিখিল—(একটু পরে) আমার সঙ্গে যাবে ডলি ?

ডলি—(রুদ্ধ উত্তেজনায় অন্য দিকে চাহিয়া)—না।

নিখিল—বুঝে দেখ ডলি, জিদ্‌টাই সংসারে সব চেয়ে বড় নয়! স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ শুদ্ধ একটা খেয়ালে মুছে যাওয়ার নয়। এখানকার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে বলেই আমি আফ্রিকায় যেতে চাইছি, —যাবে আমার সঙ্গে ?

ডলি—(উত্তেজিত ভাবে) না। যে ব্যবহার তুমি আমার সঙ্গে করেছ, যে অশ্রাব্য কথা তুমি আমাকে বলেছ, তারপর তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই !

প্রতিভা—(অনুনয়ের সুরে) ডলি, ডলি—

নিখিল—তিন বছর ক্রমাগত তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ, আর একদিন এক মিনিটের জন্য যদি কোন রূঢ় কথা তোমাকে আমি বলেই থাকি, সে কি তোমার আমার মধ্যে এত বড় বাধাই গড়ে' তুলেছে ?

ডলি—প্রচণ্ড—প্রচণ্ড বাধা !

নিখিল—তাই যদি, তবে থাক্ কাজ নেই। যে সম্বন্ধ এতটুকু আঘাত সইতে পারে না,—যে সম্বন্ধ এমন কাচের মতো ঠুন্‌কো,—কাজ নেই তা'কে জোর করে' যোড়া-তালি দিয়ে—

ডলি—না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি—

প্রতিভা—ডলি, ডলি, কি বল্‌ছিস্ ? হাতের ভিতর হাত চাপিয়া

একটি ভুলের জন্য সারাজীবন যে অনুতাপ কর্‌তে হয়, ডলি !

ডলি—কিছুমাত্র না।

নিখিল—বেশ, তাই হোক্‌ চিরদিনের জন্যই আমি দূরে চলে যাচ্ছি!

ডলি—খোকাকেও তুমি নিয়ে যাচ্ছ আমার বুক থেকে। ভেবেছ তা'কে নিয়ে গেলে, আমিও তোমার পিছনে পিছনে ছুটে যাব। না, আমি তা' যাব না। সে আমার যত মর্ম্মান্তিক হোক্‌! মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও—এত বড় পাষণ্ড তুমি!

নিখিল—পাষণ্ড আমি! (কঠিন হইয়া) খোকাকে তুমি চাও?

ডলি—(আবেগে) চাই, চাই! আমার খোকাকে ছেড়ে—

উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া সোফার উপর আছড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে নীরব

নিখিল—তুমি তা'র যত্ন কর্‌বে?

ডলি—(কাঁদিতে কাঁদিতে) হাঁ।

নিখিল—তুমি তা'কে মানুষের মতো মানুষ কর্‌বে?

ডলি—হাঁ।

নিখিল—বেশ, রইল খোকা তোমার কাছে। মনে রেখো, সে, আমার ছেলে। সিংহশিশুকে ঠিক সিংহশিশু করে' গড়ে' তোল্‌বার ভার রইল তোমার উপর! তা'কে ক্লীব করে' তুলো না, তাকে বাবু সাজিয়ো না। (নিখিল থামিল। ডলি কাঁদিতে লাগিল সহসা তীব্রভাবে) রইল খোকা তোমার কাছে। আমি দেখ্‌তে চাই না তা'কে মোহিতের মতো—দেখ্‌তে চাইনা উমাশঙ্করের মতো, আমি দেখ্‌তে চাই তা'কে পুরুষ, যে পুরুষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ায়, নিজের শক্তিতে নিজের জীবনের পথ করে' নেয়! (থামিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে) রইল খোকা

তোমার কাছে। একদিন যেন সে মাথা উঁচু করেই আমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। (অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া) সেদিন—যদি পারো—তুমিও তা'র সঙ্গে থেকো, তেম্‌নি মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে! সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির আমি অপেক্ষায় বসে' থাক্‌ব—সুদূর আফ্রিকায়!

প্রস্থানোদ্যত। প্রতিভা চোখ মুছিতে লাগিলেন। ডলি ছুটিয়া গিয়া নিখিলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল—

ডলি—আমি যাব, আমি যাব—

নিখিল ফিরিল। ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এমন সময় উমাশঙ্কর ঝড়ের মতো প্রবেশ করিলেন—)

উমা—এমন সময় লুকিয়ে বেড়াবার মানে কি? ডলির সেই [illegible]টা—

নিখিল ও ডলিকে তদবস্থ দেখিয়া থমকিয়া গেল। প্রতিভা তাড়াতাড়ি ডলির হাত ধরিল।

নিখিল—আর তা'র দরকার নেই—

উমা—দরকার নেই? মানে?

নিখিল—ডলি আমার সঙ্গে যাচ্ছে—

উমা—তোমার সঙ্গে?—আফ্রিকায়! ডলি, ডলি—

ডলি নিখিলের বুকে যেন সংজ্ঞাহারা, শুনিতে পাইল না।

বলেছি তো, বাঙাল দেশের লোকে যাদু জানে! চুলোয় যাক্‌গে! তা'হলে প্রশান্তর কন্‌ভেয়েন্সটা—

নিখিল—তা'রও আবশ্যক নেই—

উমা—কারণ?

নিখিল—(ডলির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) কারণ, আফ্রিকায় আমি যাচ্ছি না!

উমা—যাচ্ছ না? তা'হলে কি চালাকি কচ্ছিলে না কি?

নিখিল—ঠিক তা' নয়। ডলি যেতে চায়নি বলেই, আমি যাচ্ছিলাম আফ্রিকায়! কিন্তু সে যখন যেতে চেয়েছে, তখন যাওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে!

উমা—(বিড়বিড় করিতে করিতে) ফুরিয়ে গেছে! ফুরিয়ে গেছে!

হঠাৎ উগ্রভাবে প্রতিভাকে দেখাইয়া

ইনি—ইনিই হচ্ছেন যত নাটের গুরু!

প্রতিভা—আমি নই—ভগবান। আমরা শুধু স্রোতের ফুল, তিনি যে-দিকে ভাসিয়ে নেন, সেই দিকেই ভেসে যাই—

উমা—(গজরাইতে লাগিলেন) স্রোতের ফুল! স্রোতের ফুল!

READING LIBRARY

যবনিকা